Year 11 | Issue 25
16 - 22 AUGUST 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২৫
০১ ভাদ্র ১৪৩১
১০ সফর ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

RÜYAM
Turkish Restaurant
230 Commercial Rd
London E1 2NB
T: 020 7780 9733
M: 07393 611 444
Private Hall hire for small party
মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ভিন্নস্বাদের খাবার

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার

হত্যা মামলা

শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের আইজিপি, ডিবি হারুনসহ ৭ আসামী

কাদেরসহ অন্যদের ফাঁসির রায় হয়েছিলো সেই আদালতেই বিচার হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। জামাত ও বিএনপি নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করে বিচারের জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করেছিলো সেই আদালতেই শেখ হাসিনাসহ তাঁর মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য মন্ত্রী, শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্যদের বিচার করা হবে বলে আন্তবর্তী সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রথম মামলা:

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

শেখ হাসিনা যেন ভারতে বসে বিবৃতি না দেন - ভারতীয় হাইকমিশনারকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ঢাকা প্রতিনিধি, ১৬ আগস্ট : ভারতে পলায়নরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটো মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রথম মামলা দায়ের করা হয়েছে ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে। ঢাকায় একজন ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ৭জনকে আসামী করে এই মামলাটি দায়ের করা হয়।

দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে বুধবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আহম্মেদ হুমায়ুন কবিরের আদালতে। রাজধানীর কাফরুল থানাধীন ঢাকা মডেল ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ফয়জুল ইসলাম রাজনকে (১৮) গুলি করে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়।

এসব মামলার বিচার হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। যে ট্রাইবুনালে জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ তথা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আব্দুল কাদের মোল্লা, আলী আহসান মোজাহিদ, কামারুজ্জামান, বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন

১০ দিনের রিমাণ্ডে সালমান ও আনিসুল

ঢাকা প্রতিনিধি, ১৬ আগস্ট : 'সুন্নত'-এর পাবন্দ হিসেবে দাড়ি রাখতেন। লম্বা সফেদ দাড়ি। পরতেন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী আর গোল টুপি। বিভিন্ন ইসলামিক সমাবেশে আলেম-উলামাদের সামনে গুরু-গম্ভীর বয়ান পেশ করতেন। তার বেশভুষা দেখে সাধারণ মানুষ তাকে 'দরবেশ' খেতাবে ভুষিত করেছিলো।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেই ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet
Fast Safe Guaranteed

Southeast Bank Limited AB Bank RUPALI BANK LIMITED রকেট JAMUNA BANK BRAC BANK bKash নগদ
Download the Ria App

শামসুল হক টুকু, পলক ও ছাত্রলীগ নেতা সৈকত গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এবং ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ বিভাগ বুধবার (১৪ আগস্ট) রাতে এক খুদে বার্তায় এই তিনজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের খিলক্ষেত থানাধীন নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকা থেকে আত্মগোপনে থাকাবস্থায় এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজধানীর পলটন থানায় দায়ের করা একটি মামলায় তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে বাড়ির দাম বাড়ার পূর্বাভাস

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে বাড়ির দাম বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবাসন ব্যবসাবিষয়ক প্লাটফর্ম জুপলা। সংস্থাটির মতে, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে বাড়ি বিক্রি বেড়েছে, যা আবাসন খাতের স্থিতিশীল অবস্থা নির্দেশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাজ্যে বাড়ির দাম ২ শতাংশ বাড়তে পারে। খবর দ্য গার্ডিয়ান।

জুপলা বিক্রিযোগ্য বাড়ির সংখ্যা বাড়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে হালনাগাদকৃত পূর্বাভাস দিয়েছে। ২১ জুলাইয়ের আগের চার সপ্তাহে বিক্রির সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেড়েছে। এ সময় ব্যবসায়ীদের হাতে থাকা বিক্রিযোগ্য বাড়ির পরিমাণও গত ছয় বছরের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে। জুপলার বাড়ির মূল্যসূচক অনুসারে, যুক্তরাজ্যের বাড়ি ক্রেতারা এখন বিক্রেতাদের হাঁকানো দামের ৯৬ দশমিক ৮ শতাংশ পর্যন্ত দিচ্ছেন, যা ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক রিচার্ড ডোনেল বলেন, '২০২৩ সালের মন্দা পরিস্থিতির পর আবাসন খাত ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ক্রেতা-বিক্রেতারাও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন। বিক্রেতাদের হাতে যেমন বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত বাড়ি রয়েছে, অন্যদিকে ক্রেতারাও বিক্রেতাদের হাঁকানো দামের কাছাকাছি দিচ্ছেন। এর অর্থ, বাজার এখন ভালো সময়

পার করছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা আশা করছি দেশজুড়ে বিক্রি বাড়বে। তবে বিক্রিযোগ্য বাড়ির অধিক সরবরাহ ও ক্রয়ক্ষমতার চাপের মতো অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বাড়ির দাম ততটা বাড়বে না। বিশেষ করে দক্ষিণ ইংল্যান্ড অঞ্চলের জন্য বিষয়টি বেশি প্রাসঙ্গিক, যেখানে বাড়ির দাম এরই মধ্যে বেশি।'

সম্প্রতি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জুনে সম্পত্তি বন্ধকের নিট অনুমোদন আগের মাসের তুলনায় প্রায় অপরিবর্তিত আছে। অর্থাৎ গ্রাহকের ঋণ গ্রহণের পরিমাণে খুব একটা পার্থক্য হয়নি। এছাড়া সাধারণ নির্বাচন ও সুদহার নিয়ে সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে আবাসন খাতে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে।

রিচার্ড ডোনেল জানান, নতুন সরকারের পরিকল্পনায় আবাসন খাতকে আগামী ১২-১৪ মাস এমনকি দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু নেই। তবে তার মতে, 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড স্বল্প মেয়াদে আবাসন খাতের ওপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এছাড়া কবে নাগাদ সুদহার কমানো হবে, তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

বিশেষজ্ঞরা ১ আগস্ট সুদের হার কমানো হবে কিনা তা নিয়ে একমত নন। তবে ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ ভিত্তি সুদহার কমাতে পারে।

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব এস্টেট এজেন্টসের সাবেক সভাপতি সাইমন জেরার্ড বলেন, 'মুদ্রাস্ফীতি ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। তাই আগস্ট বা সেপ্টেম্বর নাগাদ ভিত্তি সুদহার কমানোর সম্ভাবনা প্রবল।'

২০২২ সালে যুক্তরাজ্যের সুদহার বাড়ানো শুরু হয়। এরপর উচ্চ বন্ধকি ব্যয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে দেশটির আবাসন খাত। গত ১২ মাসে বাড়ির দাম দশমিক ১ শতাংশ (গড়ে ২ লাখ ৬৫ হাজার পাউন্ড) বেড়েছে। ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে দেশটির সব অঞ্চলে বাড়ির দাম বেড়েছে। জুপলা বলছে, বেশি বিক্রেতার উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে আরো ক্রেতা সৃষ্টি করে। সম্ভাব্য অনেক ক্রেতা পরিবার নিয়ে বাস করার জন্য বড় আকারের বাড়ি খুঁজছেন। প্রত্যাশিত বাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা পেতে দূরবর্তী এলাকায় খোঁজ করছেন তারা।

বিদেশি কর্মী-শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে বিদেশি কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের ভিসার আবেদনের সংখ্যা গত জুলাইয়ে এক তৃতীয়াংশ কমেছে। অভিবাসন ইস্যুতে আগের সরকারের কঠোর নীতির কারণেই ভিসা আবেদনের সংখ্যা কমেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের জুলাইয়ে দক্ষ কর্মী হিসেবে, যেমন স্বাস্থ্যসেবা খাতে, পরিবারসহ যুক্তরাজ্যে আগমনে এবং শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনার জন্য করা ভিসার আবেদন কমে হয়েছে ৯১ হাজার ৩০০। এই সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম। গত বছর এই সংখ্যা ছিল এক লাখ ৪৩ হাজার।

মাসিক হারে ভিসার আবেদনের সংখ্যা সবচেয়ে কমেছে স্বাস্থ্যসেবা খাতে। জুলাইয়ে এই সংখ্যা ৮২ ভাগ কমে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৯০০। আর ১৫ ভাগ কমে শিক্ষার্থীদের ভিসার আবেদনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৯ হাজার ৫০০।

যুক্তরাজ্যে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অভিবাসীর আগমন ঘটেছিল ২০২২ সালে। সে বছর মোট ৭ লাখ ৬৪ হাজার অভিবাসী দেশটিতে পাড়ি জমায়। দেশটিতে অভিবাসন বিষয়ে কঠোর নীতি হাতে নেয় পূর্ববর্তী ঋষি সুনাক সরকার। সেসময় শিক্ষার্থী এবং স্বাস্থ্যখাতে পরিবার নিয়ে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীন লেবার পার্টিও এই নীতি বলবৎ রাখবে বলে জানা গেছে।

অর্থাৎ আগের সরকারের কঠোর নীতিই মুলত 'আকাশচুম্বী নিট অভিবাসন কমাতে' কিয়ার স্টারমারের যে প্রতিশ্রুতি তা রক্ষা করতে সহায়ক হবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন অবজারভেটরি বলছে, আগামী পাঁচ বছর দেশটিতে নিট মাইগ্রেশন কমতে থাকবে। ২০৩০ সালে এই সংখ্যা হবে তিন লাখ ৫০ হাজার। কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন, অনেকে ব্রিটেন ত্যাগ করছেন, বিদেশি শিক্ষার্থীর আগমন কমে আসছে এবং বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান কমছে।

এর ফলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন অক্সফোর্ডের গবেষকরা। তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এরই মাঝে অর্থ সংকট কাটাতে সংগ্রাম করছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ নিয়ে সংকট তৈরি হতে পারে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, রেকর্ড পরিমাণ নিয়মিত অভিবাসন কমিয়ে আনতে সরকার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর মূল কারণ হলো আন্তর্জাতিক বাজার থেকে শ্রমিক নিয়োগ। এখন থেকেই সমাধান বের করা হবে। ইনফোমাইগ্রেন্টস।

শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের দাবি করা আ'লীগ নেতা আটক

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবিরকে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৪ আগস্ট বুধবার ভোর ছয়টার দিকে শহরের আমতলা পাড়ার বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মিজানুর রহমান বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের কারণে তাঁকে আটক করা হয়েছে।

বরগুনা সদর থানাপুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে আসা পুলিশের একটি দল, সদর থানাপুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে জাহাঙ্গীর কবিরকে আটক করে। জাহাঙ্গীর কবির দাবি করেছিলেন, পদত্যাগ করে দেশ ছাড়া সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ধারণা, দেশের সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে এই ফোনালাপের জেরে জাহাঙ্গীর কবিরকে আটক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্বাস হোসেন বলেন, 'আমাদের ধারণা, ফোনালাপের জেরে পুলিশ জাহাঙ্গীর কবিরকে আটক করেছে।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের স্থানীয় কয়েকজন নেতাকর্মী বলেন, জাহাঙ্গীর কবির দাবি করেছিলেন যে গত সোমবার শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপ হয় তাঁর। দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের কথা হয়। সেখানে ১৫ আগস্ট কর্মসূচি পালনের নির্দেশনা ছিল। ফোনালাপের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

বরগুনা সদর থানার ওসি এ কে এম মিজানুর রহমান বলেন, 'ঢাকা পুলিশের একটি দল জাহাঙ্গীরকে আটক করতে বরগুনায় এসেছিল। আমরা তাদের সহযোগিতা করেছি। শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের কারণে তাঁকে আটক করা হয়েছে।'

আটকের আগে গতকাল মঙ্গলবার জাহাঙ্গীর কবির বলেছিলেন, 'দলীয় সভাপতির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে।'

বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোতালিব মৃধা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর জাহাঙ্গীর কবিরের নেতৃত্বে বরগুনায় বিক্ষোভ হয়েছিল।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১০ আগস্ট বরগুনা জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা আওয়ামী লীগ। সেখানে জাহাঙ্গীর কবির অন্তর্বর্তী সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছিলেন, তারা ঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করবে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

লন্ডনে ১১ বছরের মেয়ে শিশুকে ছুরিকাঘাত

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে ছুরি হামলায় ১১ বছর বয়সী এক বালিকা গুরুতর আহত হয়েছে। এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ছুরি হামলা সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলে বিশ্বাস পুলিশের। শিশুটি গুরুতর আহত হলেও তার প্রাণ নিয়ে সংশয় নেই। পুলিশ

জানিয়েছে, পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় সেন্ট্রাল লন্ডনের ব্যস্ত এলাকায় এ ছুরি হামলায় শিশুটির ৩৪ বছর বয়সী মা সামান্য আহত হয়েছেন। এই হামলার ঘটনায় ৩২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর পুলিশ কর্মকর্তারা এ ঘটনার সঙ্গে আর কারও সম্পর্ক আছে বলে মনে করছেন না। জানিয়েছে রয়টার্স।

পুলিশ বলেছে, এখন জরুরি তদন্ত চলছে এবং ঠিক কী ঘটেছিল তা পরিষ্কার করতে গোয়েন্দারা কাজ করছেন।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

১৫ই আগস্ট শোক দিবসের ছুটি বাতিল

ঢাকা ডেস্ক, ১৬ আগস্ট : ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের ছুটি বাতিল করেছে সরকার। এর ধারাবাহিকতায় এদিন ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে। স্বাভাবিক নিয়মে চলবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেন। বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পৃথক দুটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৩ আগস্ট এক আদেশের মাধ্যমে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ছুটি বাতিল করেছে। এ কারণে এদিন সব তফসিলি ব্যাংক স্বাভাবিক নিয়মে খোলা থাকবে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

যুক্তরাজ্যে দাঙ্গায় ৭৭৯ গ্রেপ্তার, ৩৪৯ মামলা

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্টের এক নৃত্যকর্মশালায় ছুরিকাঘাতে তিন শিশুর মৃত্যুর পর হামলাকারীর পরিচয় সংক্রান্ত ভুয়া তথ্যকে কেন্দ্র করে চলা দাঙ্গায় জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭৭৯ জন। এছাড়া ৩৪৯টি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল পুলিশ চিফস কাউন্সিল (এনপিসিসি)।

গত ২৯ জুলাই ইংল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সাউথপোর্টের হার্ট স্ট্রিটে টেইলর সুইফট ইয়োগা ও নাচের কর্মশালায় ছুরি হামলার ঘটনা থেকেই এই দাঙ্গার সূত্রপাত। ওই হামলায় তিন শিশুর মৃত্যু ছাড়াও আট শিশু এবং দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। আহতরা এখনো সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

এ ঘটনার পর রটে যায় যে, আক্রমণকারী একজন শরণার্থী মুসলিম, যিনি নৌকায় চেপে আশ্রয়ের জন্য যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। এ গুজবের পর যেসব হোটেলে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন সেসবে হামলা হয়। লুটপাট করা হয় বেশ কিছু দোকান। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ ও দাঙ্গার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে মূলত মুসলিম এবং অভিবাসীরা।

এ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

হাসিনার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন ইউনূস

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বন্দ্ব বেশ পুরনো। এ নিয়ে একটি ভিডিও রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা। এতে বলা হয়েছে, গত ৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং দেশ ছেড়েছেন হাসিনা। তার তিনদিন পরই দেশে ফিরেছেন ইউনূস। শপথ নিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে।

ইউনূস যে বছর নোবেল পেয়েছেন সে বছরই বাংলাদেশে মেয়াদ শেষ হয় খালেদা জিয়া সরকারের। তদারকের সরকারের মসনদে কে বসবেন তা নিয়ে বিক্ষোভ-জমায়েতে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাশ হাতে নেয় সেনা। বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। শোনা যায়, সে সময় তদারকি সরকারের মাথায়/ মসনদে বসার জন্য সেনাবাহিনী ইউনূসকে প্রস্তাব দিয়েছিলো। সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

বিজ্ঞাপন

বিভিন্ন সূত্রে দাবি, এত অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব নিতে রাজি হননি ইউনূস। ২০০৭ সালের জানুয়ারীতে ফখরুদ্দীন আহমেদকে তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করে করা হয়। ফখরুদ্দীনের তদারকি সরকার দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তার হন খালেদা জিয়া এবং তার ছেলে তারেক রহমানও। গ্রেপ্তার হন অসংখ্য রাজনৈতিক আমলা এবং ব্যবসায়ী। অভিযোগ, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই শীর্ষ নেত্রীকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার জন্যই এসব পদক্ষেপ নেয় সেনা চালিত তদারকি সরকার। একেই মাইনাস টু ফর্মুলা বলে চিহ্নিত করেছিলো বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো। মাইনাস টু অর্থাৎ হাসিনা ও খালেদা মুক্ত বাংলাদেশ।

২০০৭ সালে যখন মাইনাস টু ফর্মুলা নিয়ে গোটা বাংলাদেশ আলোড়িত তখন রাজনৈতিক দল তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। ২০০৬ সাল থেকেই তিনি আরও বেশকিছু বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলে দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির জন্য সরব হয়েছিলেন। ২০০৭ সালে 'নাগরিক শক্তি' নামের একটি দল গড়ার কথা বলেন নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ। পরে অবশ্য সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, রাজনীতি তার জায়গা নয়। ২০২৪ সাল। সেই রাজনীতির অলিন্দেই ফিরলেন মুহাম্মদ ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হয়ে। প্রতিরক্ষা, সশস্ত্রবাহিনী, শিক্ষা, বাণিজ্য, রেল, কৃষিসহ ২৭টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখলেন নিজের হাতেই।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফেরেন হাসিনা। একের পর এক দুর্নীতির মামলায় জর্জরিত হন ইউনূস। গ্রামীণ ব্যাংকের পদ থেকে অপসারিত হন। বাংলাদেশের অনেকে এবং বিশ্বের বড় রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীরা তখন হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছিলেন। সরকার অবশ্য নিজেদের দায় অস্বীকার করে এসেছিলো বারবার। ইউনূসকে মাইনাস টু ফর্মুলার অন্যতম চক্রী ঘোষণা করেছিলো আওয়ামী লীগ। নানা সূত্রে দাবি করা হয়, সেই কারণেই ক্ষমতায় এসে ইউনূসকে দেড়শোর বেশি মামলায় জড়ান হাসিনা। হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই দেশ ছেড়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়ার আগের দিনই শ্রম সংক্রান্ত এক মামলায় নিষ্কৃতি পেয়েছেন ইউনূস। তার দু-দিন পরে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা অর্থ আত্মসাতের মামলা থেকেও অব্যাহতি পেয়েছেন। বাকী মামলাগুলোর ভবিষ্যত কি হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। হাসিনার পদত্যাগকে দ্বিতীয় বারের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ বলছেন ইউনূস। নতুন বাংলাদেশ কি নতুন রাজনীতির উত্থান ঘটবে নাকি ২০০৭-০৮ সালেরই চিত্রনাট্য ফিরলো নতুন ঢঙে!

গণহত্যার তদন্ত চেয়ে জাতিসংঘকে বিএনপি'র চিঠি

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক তদন্ত চেয়ে জাতিসংঘকে চিঠি দিয়েছে বিএনপি। মঙ্গলবার গুলশানে জাতিসংঘের অফিসে গিয়ে সংস্থার আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইসের কাছে এই চিঠি হস্তান্তর করেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এ সময়ে বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদও ছিলেন। পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতিসংঘের কাছে আমাদের একটি আবেদন, সেটা হচ্ছে একটি অবৈধ সরকারের অধীনে বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের যে হত্যা করা হয়েছে তার একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিকমানের স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমে সম্পূর্ণ যে ঘটনা ঘটেছে- এটা উদ্?ঘাটন করার জন্য আমরা জাতিসংঘকে অনুরোধ করেছি। আমরা চিঠি দিয়েছি। তারা জাতিসংঘে পাঠাবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে যে হত্যাযজ্ঞ

হয়েছে, গুম করা হয়েছে, নাগরিকদের এটা উন্মোচন করার প্রয়োজন আছে এবং জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে হলে, দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে যে ঘটনার মাধ্যমে এই হত্যাযজ্ঞ করেছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়- এটাকে জাতির সামনে, বিশ্বের সামনে আমাদের তুলে ধরতে হবে। যাতে আগামী দিনে বাংলাদেশে কেউ সাহস করবে না যে, নিজের দেশের নাগরিকদের হত্যা করে জোর করে ক্ষমতায় থাকার যে আকাঙ্ক্ষা- সেই আকাঙ্ক্ষা কারও যেন না হয়। খসরু বলেন, আমরা জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য এই ধরনের একটা পরিচ্ছন্ন একটি নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য তদন্তের কথা বলেছি। জাতিসংঘকে অনুরোধ করেছি। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও বলেছি, জাতিসংঘকে বলার জন্য। জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে এরকম একটি তদন্ত সকলের আকাঙ্ক্ষা, জাতির আকাঙ্ক্ষা বলে আমরা মনে করি এবং সেটাই আমরা জাতিসংঘকে অনুরোধ করেছি।

এনএসআই'র সাবেক ডিজি'র বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল (অব.) টি এম জোবায়েরের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ জমা পড়েছে। রোববার রাজধানীর সেগুন বাগিচার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ওই অভিযোগ জমা দেন।

এতে টি এম জোবায়েরের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদের তথ্য তুলে ধরা হয়। অভিযোগে বলা হয়, সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের যোগসাজশে নানা অনিয়মের মাধ্যমে দেশ- বিদেশে অঢেল সম্পদ অর্জন করেন তিনি। এ ছাড়া বিদেশে মুদ্রা পাচারের অভিযোগও রয়েছে এনএসআইয়ের সাবেক এই ডিজি'র বিরুদ্ধে।

অভিযোগনামায় বলা হয়, টি এম জোবায়েরের বিপুল পরিমাণ সম্পদের পেছনে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে তার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপের মালিকদের নানা সুবিধা দিয়েছেন। একইসঙ্গে সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের যোগসাজশে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যও করেছেন টি এম জোবায়ের।

সাবেক এই এনএসআই ডিজি'র সম্পদের তথ্য উল্লেখ করে অভিযোগে জানানো হয়, গুলাশান-২ এর ৮৪ নম্বর সড়কে লেকের পাশে একটি বাড়ি এনএসআইয়ের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হতো। রাষ্ট্রীয় ওই বাড়িটি গণপূর্তের কর্মকর্তাদের সহায়তায় নিজের এক আত্মীয়ের নামে দখল করেছেন টি এম জোবায়ের। দেশের প্রথম সারির একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের কাছ থেকে ঘুষবাবদ প্লট ও অর্থ নিয়েছেন বলেও ওই অভিযোগে বলা হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি রিসোর্টের মালিকানা রয়েছে টি এম জোবায়েরের। এ ছাড়া তার অন্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে, উত্তরার ৭নং সেক্টরে নিজের ও বোনের নামে ফ্ল্যাট, রাজলক্ষ্মী মার্কেটে ৪টি দোকান, সেগুন বাগিচায় ফ্ল্যাট, ও সাভারের ডিওএইচএস এলাকায় ১০ তলা বিশিষ্ট বাড়িও রয়েছে সাবেক এই ডিজি'র।

অভিযোগে বলা হয়, টি এম জোবায়ের ২৯ লাখ ৪৫ হাজার পাউন্ড ব্যয় করে যুক্তরাজ্যে একটি বাড়ি কিনেছেন।

লন্ডনের বেক্সলি এলাকার হেথ কর্মট ওয়ানসান্ট সড়কে ৭ নম্বর বাড়িটি বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৫ কোটি টাকার বেশি। বাড়িটির রেজিস্ট্রেশনে তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন- টি এম জোবায়ের, এফ মাসুদ ও মোহাম্মদ এস ইবনে জোবায়ের। এফ মাসুদ ওরফে ফাহমিদা মাসুদ হলেন টি এম জোবায়েরের স্ত্রী এবং মোহাম্মদ এস ইবনে জোবায়ের তাদের সন্তান।

২০১৮ সালে টি এম জোবায়েরকে এনএসআইয়ের ডিজি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর টানা ছয় বছর তিনি ওই পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেয়া হয় গত বছরের ৩১শে মার্চ।

অভিযোগের বিষয়ে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও টি এম জোবায়েরের মুঠোফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। নাম প্রকাশে দুদকের এক কর্মকর্তা বলেন, টি এম জোবায়েরের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ জমা পড়েছে। যাচাই-বাছাই কমিটির প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে প্রকাশ্যে অনুসন্ধান করা হবে।

শেখ হাসিনার আমেরিকা নাটক

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : ভারতের নয়াদিল্লিতে বসে বাংলাদেশের পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা তার বিদায়ের জন্য দুষতে শুরু করেছেন যুক্তরাষ্ট্রকে। আসলেও কি তাই? নাকি তিনি রাশিয়া, চীন ও ভারতের সহানুভূতি পেতে নাটক সাজাচ্ছেন?

দায়িত্বশীল সূত্র মতে তিনি বিদায়ের বহু আগে থেকেই অর্থাৎ ২০২২ সালেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে লিখিত চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তার মসৃণ বিদায়ের জন্য। তাতে সই করেছিলেন শেখ হাসিনা পরিবারের একজন সদস্য। এতে তিনি কীভাবে কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এক বিমানে দিল্লিল হয়ে লন্ডন যাবেন আর বিদায়ের জন্য শর্তাবলী সবই ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু টালবাহানায় তিনি কালক্ষেপণ করে করে নির্বাচন সেরে ফেলেন। কিন্তু তার জন্য কল্পনারও অতীত আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পরিস্থিতির আকস্মিক অবনতি হলে শেখ হাসিনা দ্রুত ভারতে পালান। এই অরাজনৈতিক অভ্যুত্থানটি ছিল নজিরবিহীন এবং পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস এতে কোনো বিদেশি সংশ্রব ছিল

না। বরং ভারত আগাগোড়াই চেষ্টা করেছে এ থেকে শেখ হাসিনার সরকারকে রক্ষার।

হযরত নূহ (আ:) যখন তার জাতির মানুষকে মহান আল্লাহর কথা বলতে যেতেন তখন ওইসব লোকেরা কাপড় দিয়ে কান ঢেকে নিতো। কারণ শয়তান তাদের বলেছিল তারা হযরত নূহের কথা না শুনলে গোনাহ হবে না। কবি বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'মুক্তধারা ' নাটকে দুই গ্রামের মোড়লদের প্রতিযোগিতার এক কাহিনী এনেছেন। মানুষ যাতে সত্য জানতে না পারে সে জন্য তাদের কান ঢাকা টুপি পরিয়ে দিয়েছিল। এটা দেখে এক ভিন্নমতাবলম্বী সংলাপ দিয়েছে এমন- 'জগৎটা বাণীময় রে! যেখান দিয়ে শোনা বন্ধ করবি, সেখান দিয়ে মৃত্যুবাণ আসবে।' মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে যে সরে যায়, তার দৃষ্টির ওপর আল্লাহ পর্দা দিয়ে দেন। শেখ হাসিনা দম্ভের তাড়নায় সত্য জানতে চাননি, শুনতে চাননি। সে জন্য তার রাজনৈতিক মৃত্যুবাণ এসে যায়। তিনি শেষতক বিশ্বাস করেছেন চক্রান্তের খবর, ভাঙচুরের খবর, কিন্তু তার বাহিনীর যে গণহত্যা সেটা জেনেও না শোনার ভাণ করেছেন। এবং আরও খুনোখুনি কেন হচ্ছে না, তা নিয়ে চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে- অ ঃৎঁঃয রং ধষধিুং ধ পড়সঢ়ড়ঁহফ ড়ভ ঃড়ি যধষভ-ঃৎঁঃযং ধহফ ুড়ঁ হবাবৎ ৎবধপয রঃ নবপধঁংব ঃযবৎব রং ধষধিুং সড়ৎব ঃড় ংধু.

তত্ত্বাবধায়ক তথা জাতীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বিএনপি'র নেতৃত্বে ২০২২ সালে আন্দোলনটা প্রায় গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিচ্ছিল। বিভাগীয় গণসমাবেশগুলো জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সরকারের পেটোয়া বাহিনী ১৯ জনকে হত্যা করে। আমেরিকানরা তখন বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। এর আগে থেকে হাসিনা সরকারের অধীনে জালিয়াতির নির্বাচন ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তারা সজাগ ছিল। একটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ছিল তাদের প্রধান তাগাদা। মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে সমর্থন না দিলেও হাসিনার বিদায়ের পর যে একটা অন্তর্বর্তী সরকার হবে এটা আমেরিকানরা নিশ্চিত করেছিল।

২০২২-এর শেষদিকে প্রবল আন্দোলনের মুখে লন্ডনে ও দুবাইয়ে শেখ হাসিনার নির্দেশে সজীব ওয়াজেদ জয় ওই তিন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। একটি লিখিত সমঝোতা মুসাবিদা করা হয়। শেখ হাসিনা পদত্যাগ করবেন। এর আগে তার বিদায় বক্তৃতা রেকর্ড করা হবে। বঙ্গভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র সই করে আসার পর তিনি সোজা এয়ারপোর্ট যাবেন। তার বিদেশ যাওয়াটা এ জন্য তার পদত্যাগের ঘোষণার পর রাজপথে বিরোধী দল মহাসমারোহে নামবে। ১৮৭ জন পারিবারিক সদস্য, রাজনৈতিক সঙ্গী ও ব্যবসায়ী নিয়ে তিনি দিল্লি হয়ে লন্ডন যাবেন। তবে তার সঙ্গে তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক সিদ্দিকীর যাওয়া নিয়ে যুক্তরাজ্য প্রশ্ন তোলে। শেখ হাসিনা যাবার আগে রাষ্ট্রপতিকে একটা জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বলবেন, যাতে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব থাকে। অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস যেন কোনোভাবেই না থাকেন তার নিশ্চয়তা তিনি চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার চয়েস ছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। শেখ হাসিনার আরও শর্ত ছিল তিনি আবার দেশে ফিরবেন এবং নির্বাচনে অংশ নেবেন। এর মাঝে তার কোনো বিচার করা চলবে না এবং বিডিআর বিদ্রোহের বিচারের বিষয়ে তিনি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

শেখ হাসিনাকে ২০২২ এর ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে বিদায়ের দিন ঠিক করার জন্য বলা হয়। কিন্তু চতুর শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে নিপীড়ন চালিয়ে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিরোধী আন্দোলনকে স্তিমিত করতে সক্ষম হন। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজস্ব লোক বসান। যাতে অন্তর্বর্তী সরকার হলেও তার লোকেরা ঠিকঠাক থাকে। আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাও তাকে ফেভার করে। তখন তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। একই সঙ্গে বলে দেন, বিরোধী দল নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হলে তিনি ওই চুক্তি মানবেন। গত জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল ২৮শে অক্টোবরের ব্যর্থতার পর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন-বয়কটে গেলে আমেরিকা সরে যায়। ভারত আমেরিকাকে বোঝাতে সক্ষম হয়- এখন শেখ হাসিনার বিকল্প নাই।

বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত আমেরিকার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করলেও ভেতরে ভেতরে তারা চেয়েছে আমেরিকা যেন বাংলাদেশকে নিয়ে তেমন নাক না গলায়। শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের একটি জ্বালানি কোম্পানিকে বঙ্গোপসাগরের তেল-গ্যাস ব্লক দেয়ার নাটক সাজান। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা এ লক্ষ্যে বেইজিংয়ের কিছু কাগজপত্র সাজান। ভারত এতেও আপত্তি জানায়। বরং উ□া কামান দাগতে থাকেন যে, তারা বঙ্গোপসাগর চায়। বাংলাদেশ বিষয়ে ওয়াকিবহাল একটি মার্কিন সূত্র মতে, ভারত বাংলাদেশকে সব সময় নিজের বাড়ির পেছনের উঠান মনে করে। ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, কোয়াড এবং বার্মা অ্যাক্টের ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটা কেন্দ্র রাষ্ট্র মনে করে। ভারতও একমত। ততটুকুই যতটুকু চীনকে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ থাকবে তাদের বলয়ে। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ সফরের সময় শেখ হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের একটি গোপন বৈঠক হয়। তাতে উত্তপ্ত কথাবার্তা চলে। এক পর্যায়ে জ্যাক সুলিভান অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ওঠালে শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। জানান যে, বাংলাদেশে সকল রাজনীতি তার নিয়ন্ত্রণে। বিরোধী দলের আন্দোলন তিনি সামলাতে পারেন। এই বৈঠকের খবরটি ভারতীয় গণমাধ্যম প্রকাশ করে দেয়।

তুরস্কে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের সঙ্গে মার্কিনিদের আলোচনায় পূর্বের চুক্তি অনুসরণের কথা আসে। ওই দু'জন একমত হলেও শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেছিলেন যে, ছাত্রদের কোটা বিরোধী আন্দোলন তিনি সামলে উঠবেন। সজীব ওয়াজেদ জয় তার মাতাকে শান্তিপূর্ণভাবে সরে আসার জন্য আগে থেকেই বলে আসছিল। তার ওপর মার্কিনিদের একটা বড় চাপ ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের একটি আদালতে তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের একটি মামলা করেছে এফবিআই। এ জন্য এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র যান না। এবার শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ছাত্রদের সমস্যা মিটিয়ে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ অব্যাহত ছিল। সেনা নেতাসহ অনেকের সঙ্গেই তারা যোগাযোগ রাখছিলেন। হাসিনা চেয়েছিলেন একজন সাবেক জেনারেল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্ব দিক। তিনি ভাষণ দেবেন এবং দ্রুত পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানাবেন। কিন্তু তা আর হতে পারেনি। আন্দোলনের ক্রম বেগবানতায় তার

শপথ নিলেন আপিল বিভাগের চার বিচারপতি

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : আপিল বিভাগের নবনিযুক্ত চার বিচারপতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শপথ নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ ভূঞা শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আপিল বিভাগে নিয়োগ পাওয়া শপথ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম, হাইকোর্ট বিভাগের

সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে বিচারপতিদের শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ চার বিচারপতিকে শপথবাক্য পড়ান। বাংলাদেশ চার বিচারপতি হলেন বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম, বিচারপতি মো. রেজাউল হক ও বিচারপতি এস এম এমদাদুল হক। বিচারপতিরা, অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, আইনজীবীরা এবং সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

হাসিনার গোপন কারাগার ‘আয়নাঘরের’ বর্ণনা দিলেন গুম হওয়া ব্যারিস্টার আহমদ

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ভিন্ন মতালম্বীদের কঠোরভাবে দমন করেছিলেন বাংলাদেশের সদ্য ক্ষমতাচ্যুত নেতা শেখ হাসিনা। তার শাসনামলে গুম, খুন অনেকটাই স্বাভাবিক রীতি নীতিতে পরিণত হয়েছিল। ২০১৬ সালে জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীর ছেলে ব্যারিস্টার আহমদ বিন কাসেমকে গুম করা হয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ‘আয়নাঘর’ নামে পরিচিত হাসিনার গোপন কারাগারে। যেখানে তিনি দীর্ঘ ৮ বছর বন্দী ছিলেন। বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে লুক্সেমবার্গভিত্তিক গণমাধ্যম আরটিএল আহমদ বিন কাসেমের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়েছে, চোখ বেঁধে, হাতকড়া পরিয়ে ব্যারিস্টার আহমদকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল হাসিনার ওই গোপন কারাগার থেকে। বের হওয়ার সময় তিনি গুলির আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমনভাবে আহমদকে বের করা হয়েছিল যেন তিনি শ্বাস রোধ হয়ে মারা যাচ্ছিলেন। পরে তিনি টের পেলেন কর্দমাক্ত একটি ময়লা খাদে তাকে ফেলে দেয়া হয়েছে। তখনও তিনি জানতে পারেননি এক ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা এবং আহমদ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছেন।

বার্তা সংস্থা এএফপিকে ৪০ বছর বয়সী আহমদ বলেছেন, আট বছরের মধ্যে তিনি কোনো প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের ছোঁয়া পাননি।

তিনি ভেবেছিলেন তারা তাকে হত্যা করবে। তিনি এটাও জানতেন না তাকে হাত, চোখ বেঁধে নিয়ে আসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই শেখ হাসিনার পতন হয়েছে। ৫ আগস্ট ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পর হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এই দিনও গুম হওয়া আহমদ অন্ধকার সেই আয়নাঘরেই ছিলেন। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দারা ছাড়া ওই গোপন কারাগারের খবর কেউই জানতেন না। বন্দী ছাড়া কারো সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় সেখানে ছিল না বলে জানিয়েছেন আহমদ। দীর্ঘ ৮ আট বছর তিনি সেখানে একটি কক্ষে আটক ছিলেন। আয়নাঘর সম্পর্কে যেন কেউ কোনো তথ্য না পায় সে বিষয়ে গোয়েন্দারা কঠোর

নীতি অনুসরণ করতেন।

আহমদ বলেছেন, তিনি আয়নাঘর থেকে বাহিরের আযান শুনতে পেতেন। সেখানে উচ্চ আওয়াজে মিউজিক বাজানো হতো। মূলত আজান শুনে শুনে দিন রাতের পার্থক্য করতেন আহমদ। তবে সেখানে তিনি ঠিক কত দিন অতিবাহিত করেছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা তার ছিলনা। মিউজিক বন্ধ হলেই তিনি অন্য বন্দীদের চিৎকার শুনতে পেতেন। আহমদ বলেছেন, ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারি সেখানে আমি একা নই। আমি সেখানে প্রতিনিয়ত অন্য বন্দীদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম। সম্ভবত সেখানে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বন্দীরা চিৎকার করত।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্যমতে, ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর হাসিনা ছয় শতাধিক লোককে জোরপূর্বকভাবে গুম করেছে। ২০২২ সালে একটি গণমাধ্যমে আয়নাঘর সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত হাসিনার ওই গোপন কারাগার সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিলনা। আয়নাঘর নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর হাসিনা সরকার তা অস্বীকার করেছিল। এছাড়া তারা গুমের বিষয়টিও অস্বীকার করে আসছিল। সেসময় বলা হয়েছিল যারা নিখোঁজ হয়েছে তারা অবৈধ উপায়ে ইউরোপে পারি দিতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

আহমদের বাবা জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলী। যে বছর মীর কাসেম আলীকে ১৯৭১ সালে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসি কার্যকর করে হাসিনা প্রশাসন সেবছরই আহমদকে গুম করা হয়েছিল। সরকার জামায়াতের ওই নেতাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির কথা বললেও এ নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন হাসিনা বিরোধী মতকে দমন করতে বিচারিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মীর কাসেম আলী সহ জামায়াতের অন্যান্য নেতাদের ফাঁসি কার্যকর করেছে। কাসেম আলী দোষী কিনা এ বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য সেসময় আদালতের বিচারিক কার্যে কোনো আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল জড়িত ছিলনা। আহমদ তার বাবার বিচারিক কার্যক্রমে আইনি লড়াই করতে লন্ডন থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ৩২ বছর। সেসময় ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং বিচারিক পক্ষপাতের বিষয়ে গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টে উঠে আসে।

এক রাতে সাদা পোশাকধারী কয়েকজন আহমদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তার পরিবারের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাকে সিঁড়ি দিয়ে টেনে নামিয়ে একটি গাড়িতে তোলা হয়। আহমদ বলেছেন, আমি কখন স্বপ্নেও আমার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারিনি। আমি বুঝতে পারিনি বাবার ফাঁসির কয়েক দিন আগে আমাকে এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। ‘আমি তখন বারবার তাদের বলছিলাম আপনারা কি জানেন আমি কে? মামলা পরিচালনার জন্য আমাকে বাবার ওখানে থাকতে হবে।’ আহমদকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চার সপ্তাহ পর কাসেম আলীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

আহমদকে কর্দমাক্ত নর্দমায় ফেলে যাওয়ার পর তিনি তার বাড়ির পথ খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। পরে তিনি তার বাবার প্রতিষ্ঠিত একটি হাসপাতালের খোঁজ পান এবং সেখানে যেয়ে তিনি তার পরিচয় দেন। হাসপাতালটির এক স্টাফ তার পরিচয় শনাক্ত করতে পেরে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন। হাসপাতালে উপস্থিত লোকজনের কথা শুনে আহমদ জানতে পারেন সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ছাত্র আন্দোলনের কথা। যার ফলে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। আহমদ বলেছেন, দেশের তরুণদের কারণে আমি মুক্তি পেয়েছি। আমি যখন এই তরুণদের দেখি যে তারা দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তখন আমি বাংলাদেশের সঠিক গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। আহমদ পরিবারের কাছে ফিরে আসলেও তার মানসিক অবস্থা এখনও খারাপ বলে জানিয়েছে তার পরিবার।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দুঃখ প্রকাশ

বিজিবিকে বললেন সীমান্তে পিঠ দেখাবেন না

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : সাম্প্রতিক দেয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে বিজিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের খোঁজখবর নেয়ার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, গত সোমবার

একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে হইচই হচ্ছে। আমি সেজন্য দুঃখিত। আমি যদি কারও হার্ট করে থাকি। আমি খুব বেশি কথা বলবো না। কারণ বেশি বললে আবার সমস্যা আছে। প্রথমত, আমার কথাগুলো আপনারা যদি সঠিক প্রচার করতে চান তবে করবেন। খণ্ডিত করে প্রচার করবেন না। সবাই সব মিনিং বোঝে না।

এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, অনেক কথার মধ্যে অনেক কথা চলে আসে।

যদি আমি এমন কোনো কথা বলে থাকি, সেটা ভুল বুঝেছেন, সেটার জন্য আমি দুঃখিত।

তিনি বলেন, আমি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলবো-তোমাদের আন্দোলন কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই আন্দোলনের তো ইমেজ আছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশ খুবই অনুতপ্ত। আমি এখানে (পিলখানা) আসার সময়ও দেখলাম পুলিশের সঙ্গে ছাত্ররা কাজ করছে। পুলিশকে যারা দানব বানিয়েছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। একটু সবুর করেন। সরকারি অ্যাকশন নিতে গেলে অনেক প্রসেস আছে। সুতরাং ধৈর্য ধরতে হবে।

যারা দানব বানিয়েছে- আমি পারি, আর না পারি, আই উইল টেক দেম টু ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট। পুলিশকে যারা দানব বানিয়েছে তাদের আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাবো। অনেক পুলিশকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। পুলিশ নিজেরা বলেছে, আমরা লজ্জিত। আমার সঙ্গে এই কয়দিন লম্বা নেগোসিয়েশন হয়েছে। ওরা বলেছে-আমরা ওই পথে যাইনি দেখে আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমি চেষ্টা করবো, বিচার পাইয়ে দেয়ার। আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপে নিয়েছি। অ্যাকশন নেয়ার জন্য একটা সরকারি প্রসেস আছে, যেগুলো টপাটপ করা যায় না। সেই প্রসেসের মাঝে কাজ হচ্ছে। তারা কতো লোক মেরেছে। প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশন ধ্বংস করেছে। বিজিবি'র মতো একটা ফোর্সকে পিঠ দেখাতে বলেছে বর্ডারে। বর্ডারে আমাদের লোক মারে। বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং করতে বাধ্য হয়। আমি বলেছি- যতদূর আমার এখানে বলার আছে। মনে করি দেশবাসী সবাই বলবে। পিঠ দেখাবেন না। এনাফ ইজ এনাফ। আমাদের বর্ডারের মধ্যে ঢুকে মারে। আমরা বলি ওরা ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে সব ঠিক হয়ে গেছে বা আমি জানি না। দ্যাট ডেজ আর ওভার। আমাদের এই রকম ফোর্সকে দানব বানিয়েছে। পুলিশ, আনসার, র‍্যাব ও বিজিবি। সেনাবাহিনীকে আমরা অনেকভাবে রেসট্রিক করেছি। এগুলো ন্যাশনাল ফোর্স। কারও পার্সোনাল ফোর্স না। আমি মনে করি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এরপর হয়তো আপনাদের সঙ্গে এত কথা বলবো না। আই উইল ট্রাই ব্রিং দেম অন টু দ্য জাস্টিস। দেশে এবং দেশের বাইরে সে যত বড়ই হোক। আমার হাতে যদি পড়ে আই স্টে ফর দেম জেল। আমরা অলরেডি কিছু কিছু অ্যাকশনে গিয়েছি। যারা পুলিশকে দানব বানিয়েছে।

মোদিকে বাংলাদেশে 'সামরিক পদক্ষেপ' নিতে বললেন কংগ্রেস বিধায়ক

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সেভাবেই নিষপত্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রিজওয়ান আরশাদ নামে ভারতের এক কংগ্রেস বিধায়ক। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়ে এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর নৃশংস হামলার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি এ আহ্বান জানান।

বুধবার ইকোনমিক টাইমস-সহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কংগ্রেস বিধায়ক রিজওয়ান আরশাদ কর্ণাটক রাজ্যের শিবাজিনগরের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সম্প্রতি মোদিকে দেওয়া এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সেখানে হিন্দুদের ওপর নৃশংসতার কথা তুলে ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং ভিডিও দেখে গভীরভাবে ব্যথিত ভারতের একজন উদ্বিগ্ন নাগরিক হিসেবে আমি আজ আপনাকে লিখছি।'

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে ওই প্রতিবেদনগুলো সত্য হলে তা মোকাবিলায় একটি 'সক্রিয় অবস্থান' গ্রহণ করা অপরিহার্য বলেও চিঠিতে মত দেন আরশাদ। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অবিলম্বে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গেও জড়িত হতে মোদিকে পরামর্শ দেন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়ক লিখেছেন, 'ভারতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডানপন্থি প্রভাবশালী হ্যান্ডেলগুলো এমন খবর প্রচার করছে, যেগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করছি। এগুলো সত্যি হলে ভারত সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'

ভারতের জনগণ সব সময় ন্যায়বিচার, শান্তি এবং মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় দাবি করে মোদির উদ্দেশে আরশাদ লিখেছেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭১ সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মতো সামরিক পদক্ষেপ নিতে আপনার দ্বিধা করা উচিত নয়। আমি আপনাকে এ সংকটময় সময়ে বাংলাদেশে আমাদের হিন্দু ভাই ও বোনদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনার সম্মানিত অফিস ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করছি।'

কংগ্রেস বিধায়ক আরও লিখেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আপনার (মোদি) নেতৃত্বে ভারত শুধু বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উদ্বেগই নয়, ভারতেও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেবে। যারা দক্ষিণপন্থিদের দ্বারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্রমাগত আক্রমণের শিকার হয়েছে।'

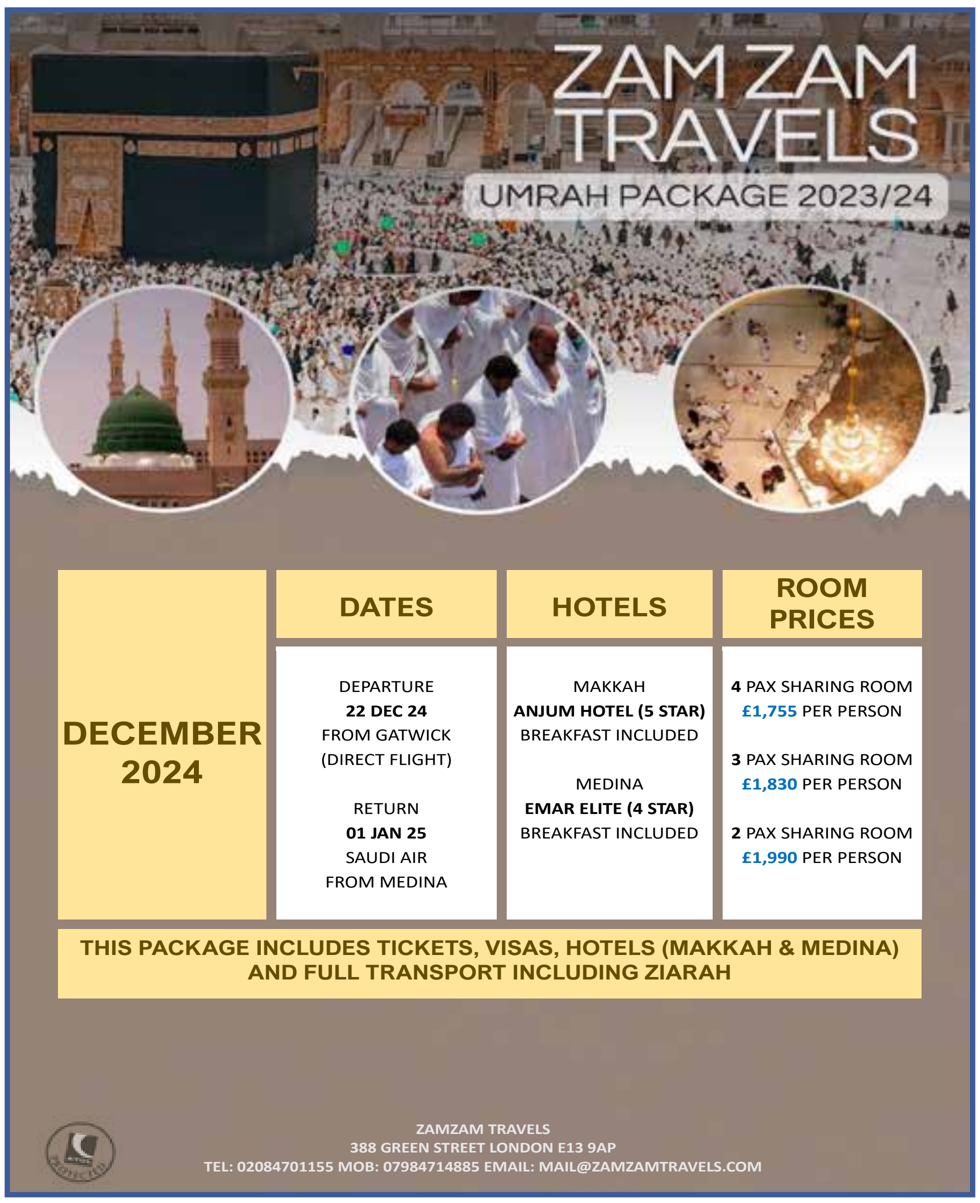

সিলেটে সাংবাদিক তুরাবের পরিবারের পাশে জামায়াত

সিলেট, ১৪ আগস্ট : জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগরীর আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বলেছেন, প্রকাশ্যদিবালোকে নগরীর বন্দরবাজারে দৈনিক জালালাবাদের স্টাফ রিপোর্টার ও দৈনিক নয়াদিগন্তের সিলেট ব্যুরো প্রতিনিধি এটিএম তুরাবকে গুলি করে হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তিনি মঙ্গলবার সিলেট নগরীর যতরপুরে শহীদ সাংবাদিক এটিএম তুরাবের পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে উপরোক্ত কথা বলেন। এ সময় জামায়াতের পক্ষ থেকে শহীদের পরিবারকে সমবেদনা জানানো হয়। সিলেট মহানগর জামায়াতের পক্ষ থেকে শহীদ সাংবাদিক এটিএম তুরাবের পরিবারকে তার বড় ভাই আবুল আহসান মোহাম্মদ আজরফ (জাবুর আহমদ)'র হাতে নগদ ১ লাখ টাকা আর্থিক সহযোগিতা তুলে দেয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সিলেট মহানগর জামায়াতের আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, সিলেট প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ড. নুরুল ইসলাম বাবুল, দৈনিক প্রভাত বেলা'র সম্পাদক কবীর আহমদ সোহেল, সিলেট প্রেস ক্লাবের পাঠাগার সম্পাদক ও দৈনিক সংগ্রামের সিলেট ব্যুরো প্রধান কবির আহমদ, সিনিয়র সাংবাদিক মুহিব আলী, দৈনিক জালালাবাদের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক আহবাব মোস্তফা খান ও চিফ ফটো সাংবাদিক হুমায়ুন কবির লিটন প্রমুখ।

তিন বছর পর মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : তিন বছর তিন মাস পর অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে করা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগ উদ্দিন আজ বুধবার এ আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন রোজিনা ইসলামের আইনজীবী প্রশান্ত কর্মকার।

আইনজীবী প্রশান্ত কর্মকার প্রথম আলোকে বলেন, দণ্ডবিধি ও অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে করা মামলায় আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। আদালত আজ বুধবার চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম।

আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, পিবিআইয়ের পরিদর্শক নূর নবী সরকার মামলা থেকে সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করেন। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তাই তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করা হলো।

আদালত আদেশে উল্লেখ করেন, অধিকতর তদন্ত করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (তথ্যগত ভুল) দাখিল করেছে পিবিআই। পিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করা হলো।

এর আগে ২০২২ সালের অক্টোবরে রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে করা মামলায় আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবিও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল, সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সপক্ষে কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। পরে ডিবির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি আবেদন করেন মামলার বাদী। তখন আদালত অধিকতর তদন্তের জন্য পিবিআইকে নির্দেশ দেন।

২০২১ সালের ১৭ মে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রায় ছয় ঘণ্টা আটকে রেখে হেনস্তা ও নির্যাতন করা হয়। একই দিন রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁকে শাহবাগ থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। রাত পৌনে ১২টার দিকে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হয়। ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এক সপ্তাহের মাথায় ওই বছরের ২৩ মে তিনি জামিনে ছাড়া পান। এর পর থেকে তিনি আদালতে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে আসছেন।

সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম 'সেরা অদম্য সাহসী' হিসেবে ২০২১ সালে ফ্রি প্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভূমিকা রাখার জন্য ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD, Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198, 07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA
T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

বিদেশে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদের পাহাড়

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ও তাঁর স্ত্রী রুখমিলা জামান চৌধুরীর নামে যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিপুল সম্পদের খোঁজ মিলেছে। এ ছাড়া তাঁদের নামে থাকা বিদেশি ব্যাংকের হিসাবগুলোতে বড় অঙ্কের অর্থ জমা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমতি নিয়ে এখন পর্যন্ত সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁদের পরিবারের কোনো সদস্য বিদেশে অর্থ নেননি। ফলে কীভাবে বিপুল সম্পদ গড়ে তোলা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং তাঁদের নামে থাকা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করতে দেশের ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। এসব হিসাবে আগামী ৩০ দিন কোনো লেনদেন করা যাবে না। এমনকি তাঁদের নামে থাকা ক্রেডিট কার্ডেও কোনো লেনদেন হবে না। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গতকাল এক চিঠিতে এই নির্দেশনা দেয়। দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বিএফআইইউয়ের প্রধানের পদত্যাগের পর সক্রিয় হয়ে উঠেছে সংস্থাটি।

রুখমিলা জামান চৌধুরী এখন বেসরকারি খাতের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান। সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ২০১৮-২৩ সাল সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের ভূমিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে বিদেশে তাঁর বিপুল সম্পদের খবর গত নির্বাচনের আগে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বিদায়ী সরকারে তাঁকে মন্ত্রী করা হয়নি।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও রুখমিলা জামান চৌধুরী দুজনই দেশের বাইরে আছেন বলে জানা গেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও দুবাইয়ে গড়া সম্পদের ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে গত মার্চে এক সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছিলেন, তাঁর বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে লন্ডনে ব্যবসা করেছেন। তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ১৯৯১ সাল থেকে সেখানে ব্যবসা করেছেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন। বিদেশে তাঁর আলাদা আয়কর নথি আছে। আর বিদেশে তাঁর যে সম্পদ আছে, তার জন্য ব্যাংকঋণ নেওয়া হয়েছে।

কোন দেশে কত সম্পদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১৪ সালে র‍্যাপিড র‍্যাপ্টর এফজিই ও ২০১৫ সালে জেবা ট্রেডিং এফজিই নামে কোম্পানি খোলেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এর মধ্যে র‍্যাপিড র‍্যাপ্টর এফজিই কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ব্যবসা এবং জেবা ট্রেডিং এফজিই ভবন নির্মাণসামগ্রী বিক্রির জন্য নিবন্ধিত। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ব্যাংক হিসাব রয়েছে দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের দুবাই শাখায়। এসব হিসাবে জমা রয়েছে ৩৯ হাজার ৫৮৩ দিরহাম

ও ৬ হাজার ৬৭০ ডলার। সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০১৭ সাল থেকে গত মাস পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৬টি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করেছেন।

রুখমিলা জামানের নামে ২০২৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ও ৩০ নভেম্বর দুবাইয়ের আল-বারশা সাউথ-থার্ড এলাকায় দুটি স্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়। এই সম্পত্তির মূল্য ২২ লাখ ৫০ হাজার ৩৬৯ দিরহাম, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা সাড়ে ৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ।

প্রথম আলোর এই প্রতিবেদক গত বছরের মার্চ মাসে দুবাই গিয়ে জানতে পারেন, দেশটিতে সম্পদ গড়ে তুলছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর পরিবার। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল এই বাণিজ্যিক শহরের বিজনেস বে এলাকায় তখন তাঁদের পাঁচ তারকা হোটেলের নির্মাণকাজ চলছিল।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁদের সম্পদের খোঁজ পেয়েছে বিএফআইইউ। ২০২১ সালের ৮ মার্চ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'টিডি ব্যাংকে' সাইফুজ্জামান চৌধুরীর জিটিএস প্রপার্টিজ এলএলসির হিসাবে ৪৫ হাজার ৩৪০ ডলার জমা হয়। এসব অর্থ জমা হয় ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাংক এবং এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে। কিছু অর্থ যায় মার্কিন একটি কোম্পানি ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম লিমিটেড থেকে।

এ ছাড়া সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান আরামিট প্রপার্টিজ এলএলসি এবং জিটিএস প্রপার্টিজ এলএলসি পক্ষে ফার্স্ট আমেরিকান টাইটেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে ১৭ লাখ ৬৫ হাজার ডলার জমা করা হয়। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট নাহার ম্যানেজমেন্ট ইনকরপোরেটেডের মাধ্যমে ২০০৫ সাল থেকে দেশটিতে বিভিন্ন সময়ে নয়টি স্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়। এই তথ্য বিএফআইউর নথি থেকে পাওয়া গেছে। আরামিট প্রপার্টিজ এলএলসি, জিটিএস প্রপার্টিজ এলএলসি এবং নাহার ম্যানেজমেন্ট ইনকরপোরেটেড–এই তিনটিই যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি।

বিএফআইইউয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আপাতত শুধু দুই দেশে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এর চেয়ে বেশি সম্পদ যুক্তরাজ্যে রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন।

গত নির্বাচনের আগে দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, একজন মন্ত্রীর বিদেশে ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ ও ব্যবসা রয়েছে। পরে এই মন্ত্রীকে সাইফুজ্জামান চৌধুরী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জানা যায়, যুক্তরাজ্যে স্ত্রী রুখমিলা জামান এবং মেয়ে জেবা জামানের নামে কোম্পানি খুলেছেন সাবেক মন্ত্রী। এ ছাড়া পারিবারিক মালিকানায় থাকা ব্যবসায়িক গ্রুপ আরামিটের নামেও সে দেশে একটি কোম্পানি খুলেছেন তিনি। গত মার্চের সংবাদ সম্মেলনে সাইফুজ্জামান চৌধুরী লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করেন।

টাকার উৎস কি ইউসিবি

সরকারের পতনের পর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংককে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন ব্যাংকের দেড় শতাধিক শেয়ারধারী। গত বৃহস্পতিবার গুলশানে ইউসিবির প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই দাবি জানান। এই সময় তাঁরা বিভিন্ন ফেস্টুন প্রদর্শন করে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর 'বিদেশে অর্থ পাচার' ও ব্যাংকটিতে ঘটা নানা অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো এক চিঠিতে ব্যাংকটির কিছু শেয়ারধারী জানিয়েছেন, রুখমিলা জামান ব্যাংকের চেয়ারপারসন হলেও কার্যত সাইফুজ্জামান চৌধুরীই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর 'স্বেচ্ছাচারিতা ও লুটপাটের কারণে' ব্যাংকটি দেউলিয়া হওয়ার পথে। ওই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্যে ১ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে, যা এই 'ব্যাংকের আমানতকারীদের টাকা লুট করে পরিশোধ করা হয়েছে'। চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়, ২০১৭ সাল থেকে ব্যাংকটিকে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে 'অবাধ লুটপাট, আর্থিক দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচার' করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে। ২০১৭ সালে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ ছিল ১ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা, যা ২০২৩ সাল শেষে বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা।

ইউসিবির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বাবা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত আখতারুজ্জামান চৌধুরী। ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে অন্যতম শেয়ারহোল্ডার পারটেক্স গ্রুপের মালিক পরিবারের সদস্যদের ইউসিবি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তখন ব্যাংকটির চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নেন সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্ত্রী রুখমিলা জামান। তবে রুখমিলা জামান যুক্তরাজ্যে অবস্থান করায় ব্যাংকটি যে মূলত সাইফুজ্জামান চৌধুরী পরিচালনা করেন, তা নিশ্চিত করেছেন ব্যাংকটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মোস্তফা কে মুজেরী বলেন, 'এটা সবাই জানে প্রভাবশালীরা অর্থ পাচার করেছে। এ জন্যই দেশে ডলার-সংকট দীর্ঘমেয়াদি হয়েছে। ব্যাংক দখল করেও অনেকে অর্থ পাচার করেছে। এখন প্রধান কাজ হলো, এই দুষ্কৃতকারীদের চি[illegible]ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ অর্থ পাচার না করে। পাশাপাশি অর্থ যে দেশে গেছে, সেই দেশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় চুক্তি করে তা ফেরত আনার উদ্যোগ নিতে হবে।'

তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল

প্রতিমন্ত্রী পলকের নির্দেশে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে একাধিকবার দেশব্যাপী মোবাইল ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয় এবং বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য বর্তমান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের নির্দেশে একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করেছে। গতকাল মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা সাফায়েত হোসেন এই তথ্য জানান। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৫-১৬ই জুলাই মোবাইল ইন্টারনেট এবং গত ১৮ই জুলাই থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত ও ৫ই আগস্ট ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ ও

চালু করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া ওই মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মৌখিক নির্দেশ দেন। এবং সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. মহিউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তা সম্পন্ন করা হয়। অপরদিকে, গত ১৭ই জুলাই থেকে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত এবং ৫ই আগস্ট মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ ও চালু করার বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার" (এনটিএমসি)-এর নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের প্রতিবেদনে আরও জানা যায় যে, বর্ণিত সময়ে ডাটা সেন্টারে আগুন লাগার সঙ্গে ইন্টারনেট বন্ধের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ইন্টারনেট বন্ধের সঙ্গে ডাটা সেন্টারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত করে প্রচারণার মাধ্যমে সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জাতির সঙ্গে মিথ্যাচার ও প্রতারণা করেছেন। এ বিষয়ে অধিকতর তদন্ত চলমান আছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন যখন তুঙ্গে, এমন সময় পুরো দেশকে ইন্টারনেটবিহীন করে জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক ডেটা সেন্টারে আগুন, সাবমেরিন ক্যাবলের তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ নানা কথা বলেন। সে সময় সরকারিভাবে জনগণের ফোনে বার্তা পাঠানো হয়, 'সন্ত্রাসীদের আগুনের কারণে ডেটা সেন্টার পুড়ে যাওয়া এবং আইএসপি'র তার পুড়ে যাওয়ার কারণে সারা দেশে ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত, মেরামত করতে সময় লাগবে। মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ প্রসঙ্গে ১৮ই জুলাই জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক জাতীয় ও নাগরিক নিরাপত্তার কথা বলেছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো সহযোগিতা করলে সরকারকে কঠোর অবস্থানে যেতে হতো না বলেও সেদিন তিনি বলেছিলেন। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও ১৮ই জুলাই রাত ৯টা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে জুনাইদ আহমেদ পলক ১৮ই জুলাই বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অগ্নিসংযোগের কারণে মহাখালীতে অবস্থিত ডেটা সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলেছেন। এ ছাড়া সারা দেশে শত শত কিলোমিটার ফাইবার ক্যাবল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

গত ২৭শে জুলাই সাবেক প্রতিমন্ত্রী আগারগাঁওয়ের ডাক ভবনে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, মহাখালীতে তিনটা ডেটা সেন্টারে আইএসপিদের (গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান) ৭০ শতাংশ সার্ভার থাকে। দেশের ৩৪টি আইআইজি'র (ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে) মধ্যে ১৮টির ডেটা এই তিনটি ডেটা সেন্টারে হোস্ট করা। সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করেনি। ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি গত ২৩শে জুলাই মহাখালীতে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে গিয়েও তিনি বলেছিলেন, অগ্নিসংযোগের কারণে ডেটা সেন্টার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা ইন্টারনেট বন্ধ করতে বাধ্য হন। তবে ২৮শে জুলাই জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ পুরোপুরি ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন ছিল না। সরকারের কেপিআইভুক্ত যেসব প্রতিষ্ঠান ও জরুরি সেবা রয়েছে, সেখানে সব সময়ই ইন্টারনেট চলমান ছিল বলে জানিয়েছিলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পরিকাঠামোতে ইন্টারনেট যুক্ত রাখা হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, আমরা কখনোই ইন্টারনেট বন্ধ রাখার পক্ষে না। আমরা কোনো অ্যাপ বন্ধ রাখি না। ইন্টারনেট বন্ধ ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টানা ১৩ দিন বন্ধ ছিল। প্ল্যাটফরমগুলো চালু না হওয়া প্রসঙ্গে জুনাইদ আহমেদ বলেছিলেন, ফেসবুক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ ও দেশের আইন মেনে চললে চালু হবে, কিন্তু তিনি নিজে ফেসবুক থেকে শুরু করে প্রায় সব মাধ্যমেই সক্রিয় ছিলেন।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার পতনের পর দেশের মানুষ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় পথ চেয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই, নোবেলজয়ী বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারে যারাই রয়েছেন, তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে দেশ পরিচালনা করলে জনগণের এ প্রত্যাশা পূরণ অসম্ভব নয়। তবে সে পথ যে কণ্টকাকীর্ণ, এ কথা অনেকেই বলছেন। অর্থাৎ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির শেকড় গেড়ে বসেছে, রাষ্ট্র সংস্কার করতে গেলে তা শক্ত হাতেই উপড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে? প্রত্যাশার পাশাপাশি এ প্রশ্নও অনেকের মধ্যে রয়েছে। সম্প্রতি দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ জানিয়েছে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তাসহ একটি সুশাসিত 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণে রাষ্ট্র কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কৌশলনির্ভর পথরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বিগত সরকারের দুঃশাসনের অবসানে ছাত্র-জনতার অজেয় শক্তির অভূতপূর্ব এ অর্জনে সবাইকে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহের কথাও জানায়।

ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দুঃশাসনের বিগত সরকারের পতনের পর জনগণের মধ্যে গগনচুম্বী যে প্রত্যাশার জন্ম নিয়েছে, তা পূরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে রাষ্ট্র কাঠামো সম্পূর্ণরূপে যে ঢেলে সাজাতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পর নতুন করে স্বাধীনতার চেতনায় বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের যে সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগাতে নতুন সরকারকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের চি□ত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

পরিতাপের বিষয়, বিজয়ের উল্লাসের মাঝে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণার উৎস মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অনেক নিদর্শন ও স্থাপনায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। নতুন সরকারকে জনগণের মাঝে দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জরুরি বিবেচনায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়নের পাশাপাশি একটি জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী তৈরিতে এর ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিতে হবে। বাহিনীটির কাঙ্ক্ষিত পেশাগত উৎকর্ষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্য এরই মধ্যে সে কাজ শুরু হয়েছে। 'নতুন বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শতভাগ সফল হবে, এটাই প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনার এই পরিণতি কেন

মহিউদ্দিন খান মোহন

ভীষণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল দেশবাসী। কী হবে পরিস্থিতি, ঘটনা কোনদিকে মোড় নেবে কেউ-ই বুঝতে পারছিলেন না। তবে সবাই চেয়েছেন এ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান হোক। কিন্তু সেই অবসান যে এমন একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে হবে তা ছিল সবারই ধারণার বাইরে। গত পনেরো বছর ধরে শেখ হাসিনার প্রবল দাপটের সঙ্গে পরিচিত বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যাকে 'লৌহমানবী' বলে তোষামোদ করত, তিনি জনতার ক্ষোভের তাপে এমন মোমের মতো গলে যাবেন এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। অনেকেরই ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত হয়তো আন্তর্জাতিক কোনো মিত্রের সহায়তায় তিনি এবারও টিকে যাবেন। কিন্তু সেই সাহায্য বোধহয় তিনি পাননি। অনুমান করা যায় যে মুরব্বিদের সমর্থন-সহযোগিতায় তিনি এত বছর ক্ষমতার মসনদে টিকেছিলেন, তারা হয়তো মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

ইতিহাসে এমন ঘটনার অনেক নজির আছে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেও ইয়াহিয়া খান আমেরিকা ও চীনের সাহায্যের আশায় প্রহর গুনছিল। কিন্তু সেই সাহায্য আর আসেনি। ফলাফল, মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর পরাজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ইরানের শাহেনশাহ রেজা শাহ পাহলবী ছিলেন আমেরিকার মদতপুষ্ট দুঃশাসক। ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লা রুহুল্লা খোমেনির নেতৃত্বে জনগণ যখন সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সৃষ্টি হলো ইরানিদের ভাষায় ইসলামী বিপ্লব। পতনের সেই সময়ে আমেরিকা ইরানের শাহকে কোনো সাহায্য করেনি। ফিলিপাইনের স্বৈরশাসক ফার্দিনান্দ মার্কোসও আমেরিকার মদতপুষ্ট ছিলেন। ১৯৮৯ সালে গণবিক্ষোভের মুখে যখন তার পতন হয়, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি মিত্র আমেরিকা। ইতিহাসের চরম শিক্ষা হলো, পতন ঘনিয়ে এলে বিদেশি মিত্ররা কেউ পাশে থাকে না। আজ প্রবল প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারিয়ে দেশান্তরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কেন তাকে এ পরিণতি বরণ করতে হলো?

এদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়া একটি অনন্য সাধারণ নাম। একটি প্রশ্নবিদ্ধ মামলার সূত্রে প্রহসনের বিচার করে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে ছয় বছর ধরে। বিএনপি কর্মী শুধু নয়, সাধারণ মানুষের দাবি ছিল, খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার

অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি, শিক্ষার্থীদের একটি যৌক্তিক দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের এমন পরিণতি হবে। দেশে ঘটে যাবে এমন লঙ্কাকাণ্ড। চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ হাসিনা বোধকরি নিজেও কল্পনা করতে পারেননি, যে ঘরের ভিতর তিনি নিশ্চিন্তে বসেছিলেন, ঘুণপোকা সে ঘরের খুঁটিকে ভিতর থেকে খেয়ে ফেলেছে। তাই শরীরে দেখা দেওয়া একটি ফুঁসকুড়ি যে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার অভাবে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে, এটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। যে কারণে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ধর্তব্যের মধ্যে নেননি। তিনি এটাও ভুলে গিয়েছিলেন, এদেশে তাঁর সমর্থকদের দ্বিগুণেরও বেশি মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। এক দিন তারা সুযোগ পেলে যে সেটা কাজে লাগাবে, এটা তাঁর মনে ছিল না। থাকলে অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেন। কিন্তু পতন বা সর্বনাশ ঘনিয়ে এলে মানুষ একের পর এক ভুল করতে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই করেছেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতার ঘেরাটোপে বসে বাইরের অনেক কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। শেখ হাসিনা তাঁর পারিষদ-চাটুকারদের দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত ছিলেন যে, বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।

অনেকের মতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে গণবিস্ফোরণ ঘটেছে, গত পনেরো বছরে এর বারুদ স্তূপীকৃত হয়েছে। গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার খর্ব করা, তাঁর দলের এমপি-মন্ত্রী-নেতাদের সীমাহীন লুটপাট ও সন্ত্রাস, অর্থনীতির বেহাল দশা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বাকাশে গমন, সর্বোপরি মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা জনমনে ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত করছিল। সরকারের দমন নীতির কারণে তারা তাদের সেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেনি। যেই সুযোগ পেয়েছে, তাদের সে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মতো লাভা উদগীরণ করে সবকিছু ভস্ম করে দিয়েছে। এই পনেরো বছর আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চারপাশে তেলবাজ চাটুকারদের ভিড়। বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজাম তাঁর সাম্প্রতিক অনেক লেখায় এসব তৈল মর্দনকারী সুবিধাবাদীদের থেকে সাবধানে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করছিলেন। কিন্তু সেসব সতর্কবার্তা শেখ হাসিনার চৈতন্যোদয় করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। এ তৈল মর্দনের বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করত শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে। প্রশ্ন করার পরিবর্তে 'নামিদামি' সাংবাদিকরা শেখ হাসিনাকে তুষ্ট করার জন্য বাংলা ভাষায় যতরকম তোষামোদি শব্দ-বাক্য আছে, তার প্রায় সবই ব্যবহার করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেঘালয়ের তুরা পাহাড়ের তেলঢালায় মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন সংবাদ সম্মেলন করতেন, আমার মনে হতো গণভবন 'তেলঢালা' ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতার রঙিন চশমা চোখে থাকায় শেখ হাসিনা ওইসব তৈলাক্ত কথায় আমোদিত হয়েছেন, বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্টা করেননি।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন বিশিষ্টজনেরা শেখ হাসিনাকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেননি। বরং শক্তি দিয়ে সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছেন। আর তাঁর দলের নেতারা এমনভাবে কথা বলতেন, যেন এ ধরায় তারা ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ে এসেছেন, কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু দৈহিক বা পেশিশক্তি দিয়ে যে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না, তার নজির ইতিহাসে অনেক আছে। মনে পড়ছে, ১৯৭৮ সালের এশিয়ান যুব ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের হতাশাজনক পারফরমেন্সের পর এক ক্রীড়া সাংবাদিক একজন খেলোয়াড়কে বলেছিলেন, 'শুধু পা দিয়ে খেললে হয় না, মাথা দিয়েও খেলতে হয়'। সে খেলোয়াড়ের চটপট উত্তর- 'কেন, হেড তো করি'। ওই খেলোয়াড় সাংবাদিকের কথার মর্মার্থই অনুধাবন করতে পারেনি। মাথা দিয়ে খেলা যে হেড করা নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে খেলা, সেটা তার হেড করা মোটা মাথায় আসেনি। আওয়ামী লীগের নেতারাও সম্ভাবত মাথা দিয়ে খেলাকে হেড করাই বুঝেছেন।

এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না, শিক্ষার্থীদের কোটাবিরোধী আন্দোলনকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের একটি উক্তি বহুলাংশে দায়ী। তাঁর 'এই আন্দোলন ঠান্ডা করার জন্য ছাত্রলীগই যথেষ্ট' দম্ভোক্তিটি চৈত্রের প্রখর রোদে তেতে থাকা খড়-বিচালির স্তূপে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছুড়ে দেওয়ার কাজ করেছে। তাঁর সে উক্তিকে 'আকেলমান্দ ক্যা লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়' ধরে নিয়ে ছাত্রলীগের 'মর্দে মুমিন'রাও লাঠিসোঁটা হাতে নেমে পড়েছিল রাস্তায়। 'রাজা যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'- কবিগুরুর কবিতার এ পঙ্‌ক্তিকে যথার্থ প্রমাণ করে তারা হামলে পড়ে শিক্ষার্থীদের ওপর। টেলিভিশনের খবরে ছাত্রলীগের সেই অ্যাকশনের ভিডিও ফুটেজ দেখে বিস্ময়-বেদনায় বিমর্ষ হয়েছি। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি মেয়ে-শিক্ষার্থীরাও। কাপুরুষ না হলে কেউ মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না- এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে। নিরীহ বা আন্দোলনে অংশ নেওয়া মেয়ে-শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পেটানো দলমত নির্বিশেষে কেউ-ই মেনে নিতে পারেননি। প্রজ্বলিত আগুনে এক-দুই বালতি পানি ছুড়ে মারলে অগ্নিশিখা আরও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঠান্ডা করতে ছাত্রলীগ তদ্রুপ মনে হয়েছে। ওদের লাঠি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অবদমিত না করে আরও বেশি উত্তেজিত করেছে। বিএনপি নেতারা এতদিন আওয়ামী লীগকে বলতেন, 'পুলিশ ছাড়া মাঠে নামলে দশ মিনিটও টিকবেন না'। এবার পুলিশ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মী-ক্যাডাররা এক দিনের ২৮ জুলাই ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কার স্টাইলে গণভবন দখলের ষড়যন্ত্র করেছিল একটি মহল। এর তিন দিন পর ৩১ জুলাই শেখ হাসিনা বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কার মতো সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা ছিল। কাকতালীয় ব্যাপার হলো ঘটনা ঘটল শ্রীলঙ্কার স্টাইলেই। তারা কি ভাবতে পেরেছিলেন, গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ ভবনে ক্ষুব্ধ জনতা ঢুকে পড়ে ভাঙচুর ও লুটতরাজ করবে? সময়ের হিসাব মিলিয়ে দেখা যায়, শেখ হাসিনা পদত্যাগ ও হেলিকপ্টারে চড়ে উড়াল দেওয়ার আধঘণ্টা পরেই ক্ষুব্ধ জনতা গণভবনে ঢুকে পড়েছিল। যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা নাকি একটি ভাষণ রেকর্ড করে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাকে দেওয়া হয়নি। এটা করতে গেলে ক্ষুব্ধ জনতার রুদ্ররোষের কবলে পতিত হতেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। আর তাহলে ঊনপঞ্চাশ বছর পরে আগস্ট মাসে আরেকটি নারকীয় ঘটনা ঘটতে পারত। আল্লাহ রক্ষা করেছেন, গণভবনের মাটি কারও রক্তে রঞ্জিত হয়নি। ক্ষুব্ধ জনতা গণভবনের আসবাবপত্র যেভাবে নিয়ে গেছে, বাংলাদেশে এমন ঘটনার নজির নেই। চেয়ার টেবিল, খাট, আলমিরা, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এমনকি ডিপ ফ্রিজে রাখা মাছও তুলে নিতে তারা ভোলেনি। জনতার এ ক্ষুব্ধতা আকস্মিক নয়। দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ ঘটনায়।

কেন জনতার এ রুদ্ররোষে পতিত হতে হলো আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে? শুধুই কি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং তা দমনে নির্বিচারে মানুষ হত্যার কারণে? এটা ঠিক, অগণিত মানুষকে হত্যা করায় দেশবাসী প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি। যে জন্য আন্দোলনের শেষদিকে তারা সবরকম ভয়ভীতি উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তবে এটা এক দিন বা এক মাসের ক্ষোভ নয়। গত পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকে শেখ হাসিনা ভুলের পাহাড় তৈরি করেছেন। শেষ সময়ে সেই পাহাড় ডিঙিয়ে সমতলে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। বিরোধী মতকে দমন করতে গিয়ে তাঁর সরকার বহু নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে। হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে জেলবন্দি করেছে, পুলিশ-র‍্যাব দিয়ে হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য মানুষকে।

এদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়া একটি অনন্য সাধারণ নাম। একটি প্রশ্নবিদ্ধ মামলার সূত্রে প্রহসনের বিচার করে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে ছয় বছর ধরে। বিএনপি কর্মী শুধু নয়, সাধারণ মানুষের দাবি ছিল, খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার। আমি নিজেও একাধিকবার পত্রিকার কলামে প্রধানমন্ত্রী (সাবেক) শেখ হাসিনার কাছে অনুনয়বিনয় করেছিলাম ম্যাডাম খালেদ জিয়ার মুক্তির জন্য। এই সেদিনও বাংলাদেশ প্রতিদিনে এ সম্পর্কে আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল- 'রাজনৈতিক নয়, একটি মানবিক আবেদন' শিরোনামে (১৩ জুলাই, ২০২৪)। এর আগে ২০২১ সালের ১১ ডিসেম্বর দৈনিক সমকালে একই আবেদন জানিয়ে লিখেছিলাম- 'রাজনীতি নয়, মানবিকতার দাবি' শিরোনামে উপসম্পাদকীয়। কিন্তু পাষাণে মাথা কুটে যেমন লাভ নেই, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! যে ক্ষমতার দম্ভে শেখ হাসিনা কারও আবেদন-নিবেদনকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে অসুস্থ খালেদা জিয়াকে দেশে আটকে রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন, তিনি এখনো সুস্থ অবস্থাতে দেশেই আছেন। কিন্তু শেখ হাসিনা আজ দেশান্তরী। আর কোনোদিন দেশে ফিরতে পারবেন কি না তাও অনিশ্চিত।

ক্ষমতার দম্ভ আর অপব্যবহার একজন শাসকের কী পরিণতি বয়ে আনে শেখ হাসিনা তাঁর অতি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। এ থেকে রাজনীতিকদের শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে।

লেখক : সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন অনেককেই সেনাবাহিনী আশ্রয় দিয়েছে: সেনাপ্রধান

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : জীবন বিপন্ন হতে পারে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এমন অনেককেই সেনাবাহিনী আশ্রয় দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেন, আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি। তবে তাদের প্রতি যদি কোনো অভিযোগ থাকে, মামলা হয় তাহলে তারা শাস্তির আওতায় যাবেন। কিন্তু অবশ্যই আমরা

চাইবো না যে, বিচারবহির্ভূত কোনো কাজ বা হামলা হোক। তাদের জীবনের যে হুমকি আছে, সেটার জন্য আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি। সে যে দলেরই হোক, যে মতেরই হোক, যে ধর্মের হোক, সেটা (নিরাপত্তা) আমরা দেখবো।

মঙ্গলবার বিকালে রাজশাহী সেনানিবাসে নির্ধারিত কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। সংখ্যালঘু ইস্যুতে রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় কিছু ঘটেনি বলে জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, সংখ্যালঘু যে ইস্যুটা আছে, দেখলাম যে, এখানে (রাজশাহীতে) একেবারেই ওরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। রাজশাহী বিভাগের আটটা জেলায় এমন কিছু ঘটেনি। এটা অত্যন্ত ভালো দিক এবং এই যে একটা সুন্দর পরিবেশ, সেটা সব সময়ই বজায় রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করবো। সরকার কিছু সংস্কার করতে চাচ্ছে এবং একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চাচ্ছে। সেটার জন্য আমাদের কাছে যে ধরনের সহযোগিতা চাইবে সেটা আমরা করবো। সেনাপ্রধান বলেন, পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে পুলিশ এখনো কিছুটা ট্রমার মধ্যে আছে। এই ট্রমাটা কাটিয়ে উঠলে পুলিশ তাদের দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করতে পারবে। তখন সব আরও স্বাভাবিক হবে।

সেনাপ্রধান আরও বলেন, আনসার, র‍্যাব, বিজিবিসহ সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত হয়ে এসেছে। আমি বলবো যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণভাবেই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। পুলিশ বিভিন্ন থানায় ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। আমরা পুলিশকে প্রটেকশন দিয়ে যাচ্ছি। তারা সম্পূর্ণভাবে যখন কাজকর্ম শুরু করে দেবে, তখন পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হবে। তখন আমরা সেনানিবাসে ফেরত যাবো। সেই পর্যন্ত আমরা কাজ করে যাবো। জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আশা প্রকাশ করে বলেন, আমরা সবাই মিলে কাজ করবো এবং দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবো। আমরা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে যেতে চাই। সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো যদি সবাই একসঙ্গে কাজ করি। এ সময় রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) আনিসুর রহমান, রাজশাহী জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ, রাজশাহীর পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজশাহী সেনানিবাসে পুলিশ প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সেনাপ্রধান।

আবু সাঈদ বুকের রক্ত দিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন : মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে গিয়ে চুপ করে বসে নেই, এ অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, 'ভারত থেকে আবার চক্রান্ত শুরু করেছেন। দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চলছে, এই গুজব তুলে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন চক্রান্ত করছেন।'

আজ বুধবার দুপুরে রংপুরের পীরগঞ্জের জাফরপাড়ার কোটা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত আবু সাঈদের বাড়িতে যান বিএনপির মহাসচিব। সেখান থেকে জাফরপাড়া দারুল উলুম বহুমুখী কামিল মাদ্রাসায় গিয়ে এক সম্প্রীতি সমাবেশে যোগ দেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, 'আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান–সবাই একসঙ্গে যে নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি, তাকে সুসংহত করার জন্য সম্প্রীতি সমাবেশ করছি।'

পীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি আয়োজিত সম্প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন, এই ভয়াবহ হত্যাকারী সরকার পালিয়েছে। কিন্তু তার প্রেতাত্মারা দেশে রয়েছে। শেখ হাসিনার বিচার করতে হবে। তিনি ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডে ছাত্র-জনতার নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ী পুলিশ সদস্যদেরও বিচার দাবি করেন।

আবু সাঈদ তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, আবু সাঈদের কারণে লাখ লাখ মানুষ জেগে উঠেছেন। সেই ভয়ে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়েছেন।

এর আগে বেলা দেড়টার দিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আবু সাঈদের বাড়িতে আসেন। সেখানে তিনি বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত শেষে সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন।

মির্জা ফখরুলের সঙ্গে বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবীব দুলু, সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ ও নাজিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেই সময় গত ১৬ জুলাই দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্ক মোড়ে গুলিবিদ্ধ হন আবু সাঈদ। ২২ বছর বয়সী আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নিরস্ত্র আবু সাঈদের পুলিশের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হন বহু মানুষ, যাতে আরও গতিশীল হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। ওই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

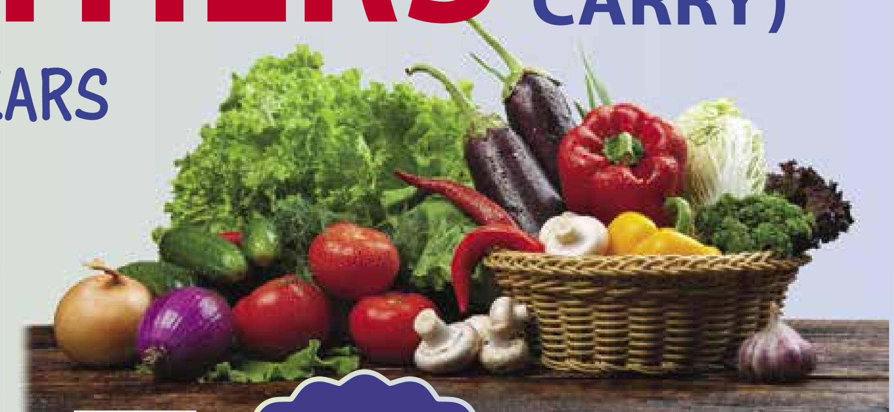

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

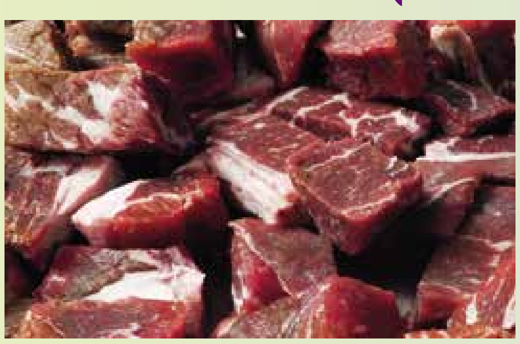

VISA | Maestro | MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা চাকরি হারালেন দুই ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার জেরে দুই ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। আবু সাঈদ হত্যার ঘটনার সময় ওই দুই কর্মকর্তা রংপুরে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদে ছিলেন। তারা হলেন- রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি (অতিরিক্ত আইজি হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) আব্দুল বাতেন ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মুনিরুজ্জামানকে। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক দুই প্রজ্ঞাপনে তাদেরকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ শাখা-১ এর সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রজ্ঞাপন দুইটিতে স্বাক্ষর করেন। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে অবসরে পাঠানোর প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের সদস্য ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মো. মনিরুজ্জামানকে সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭নং আইন) এর ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হলো। আরেক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি মো. আব্দুল বাতেনকেও ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭নং আইন) এর ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হলো বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

গত ১৬ই জুলাই দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্ক মোড়ে গুলিবিদ্ধ হন আবু সাঈদ। ২২ বছর বয়সী আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নিরস্ত্র আবু সাঈদের পুলিশের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হন বহু মানুষ ফলে আরও গতিশীল হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। ওই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে ৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এর মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় করা মামলায় প্রথমে ১৬ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে নানামুখী চাপে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আমির হোসেন ও পুলিশ কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়কে সাময়িক বরখাস্ত করে পুলিশ লাইন্সে প্রত্যাহার করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হচ্ছেন আহসান এইচ মনসুর

ঢাকা, ১৪ আগস্ট : বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী গভর্নর হতে যাচ্ছেন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালককে গভর্নরের দায়িত্ব দিতে আইনও পরিবর্তন করতে হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে তথ্য এই জানা গেছে।

সূত্র জানায়, বর্তমান আইনে ৬৭ বছরের বেশি বয়সী কারও গভর্নর পদে থাকার সুযোগ নেই। সে কারণে প্রায় ৭৩ বছর বয়সী আহসান এইচ মনসুরকে ওই দায়িত্ব দিতে আইনটি সংশোধন করতে হবে। গভর্নর নিয়োগে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেয়ার প্রস্তাবে প্রধান উপদেষ্টার সম্মতি পেলে বিষয়টি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে। তিনি সায় দিলেই অধ্যাদেশ আকারে তা জারি করা হবে।

এর আগে সাবেক গভর্নর ফজলে কবিরকে দ্বিতীয় মেয়াদে গভর্নর নিয়োগের জন্য ২০২০ সালে প্রথমবার আইন সংশোধন করা হয়েছিল। সেবার গভর্নর নিয়োগে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করা হয়।

সরকারকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : দেশে প্রশাসন, পুলিশসহ সার্বিকভাবে রাষ্ট্র সংস্কারের যে জনমত গড়ে উঠেছে, তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন।

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে দলটি অন্তর্বর্তী সরকারের সব বিষয়ে তাদের সমর্থন থাকার কথা জানিয়েছে। একই সঙ্গে বিএনপি নির্বাচনের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে যৌক্তিক সময় দিতে চেয়েছে।

নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে কিছু সময় লাগবে। আমরা তাদের অবশ্যই সেই সময় দিচ্ছি। আমরা তাদের সব বিষয়কে সমর্থন দিচ্ছি। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়া অন্য দলগুলোরও সরকারকে সময় দিতে আপত্তি নেই বলে জানা গেছে। তবে দলগুলোর নেতারা বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকে নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। ছাত্রদের আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডগুলোর বিচার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভেঙে পড়া পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনে সংস্কারের বিষয়ে মূলত তাঁরা আলোচনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সময় প্রয়োজন। দলগুলো তা বিবেচনায় নিচ্ছে। তবে কত দিন সময় দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলছে না দলগুলো।

লন্ডনে আরাফাত রহমান কোকোর ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান

কোকোর ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১২ আগস্ট আছর বাদ পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়াপূর্ব এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জিয়া পরিবারের জন্য সকলের নিকট দোয়া কামনা করেন। মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা সহ বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী যৌক্তিক ছাত্র আন্দোলনে যে সকল মহান ছাত্র জনতা শহীদ হয়েছেন তাদের রুহের মাগফিরাত ও যারা আহত হয়েছেন তাদের আশু সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, সহসভাপতি গোলাম রাব্বানি সোহেল, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সাবেক সহ সভাপতি আক্তার হোসেন, সাবেক সহসভাপতি এম এ রউফ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, খসরুজ্জামান খসরু, গুলজার আহমেদ, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, হাসনাত কবির খান রিপন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা দক্ষিন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন টিপু, সিনিয়র সদস্য শামসুর রহমান মাহতাব, ফখরুল ইসলাম বাদল, এস এম লিটন, এম এ সালাম, সহসাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, আসাদুজ্জামান আহমেদ, আব্দুল বাসিত বাদশা, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহমেদ জিলান, নাজিমুল ইসলাম লিটন, এডভোকেট খলিলুর রহমান, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তরের দায়িত্বে), সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমেদ, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (সহ সভাপতি পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ আগস্ট সোমবার যুক্তরাজ্য বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের এক যৌথ প্রস্তুতি সভা শেষে দলীয় এই কর্মসূচীর ঘোষণা করা হয়। খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় আগামী ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ ঘটিকায় পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ রয়েল বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ উক্ত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য যুক্তরাজ্য বিএনপি, জোনাল কমিটি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

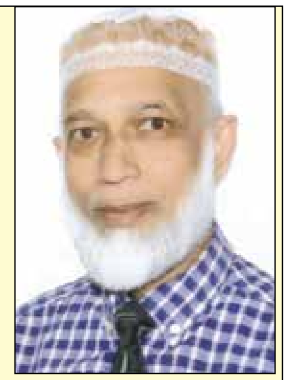

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

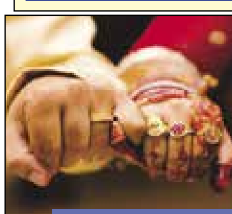

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল -এর নতুন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল-এর নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ৯ আগস্ট শুক্রবার ইক্বরা ইন্টারন্যাশনালের ট্রাস্টি বোর্ডের এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ইক্বরার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

এর আগে গত ৮ আগস্ট ইক্বরা ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মাসউদ আহমদ পদত্যাগপত্র জমা দেন। চলমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও চেয়ারম্যানের পদত্যাগজনিত শূণ্যতা কাটিয়ে চ্যারিটি কার্যক্রম গতিশীল করার স্বার্থে ৫ সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়।

উপস্থিত সকল ট্রাস্টির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গঠিত নতুন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন ব্রিটেনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ও প্রথিতযশা আইনজীবী ব্যারিস্টার নাজির আহমদ। অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট মোঃ আব্দুল লতিফ, সেক্রেটারী শাহ রেদওয়ানুর রহমান, এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার খালেদ নূর ও ট্রেজারার রোকেয়া খাতুন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্যারিষ্টার আহমদ আব্দুল মালিক, নির্বাচন কমিশনার প্রতিথযশা সাংবাদিক মুকতাবিস উন নূর ও ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শহিদ এর উপস্থিতিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় অর্ধডজন দেশে আর্তমানবতার সেবায় গত ২৫ বছর ধরে এই চ্যারিটি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বিত্তবান মানুষের সহায়তা ও ভালবাসা নিয়ে এর কার্যক্রম আরো প্রসারিত করে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ও নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাগ্রত নারী সংস্থার সভাপতি শাহিন চৌধুরীরকে সংবর্ধনা

ছবি: শাহিন

জাগ্রত নারী সংস্থার সভাপতি ও রেডব্রীজ কমিউনিটি ট্রাস্টের জেনারেল সেক্রেটারি শাহিন চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত ১০ আগস্ট শনিবার নিউবারী পার্কে রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের ট্রেজারার এনামুল হক এনাম ও মিসেস এনামের উদোগে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান এনামুল হক এনাম। অনুষ্ঠানে দূর-দুরান্ত থেকে অতিথিরা এসে যোগ দেন। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাগ্রত নারী উন্নয়ন সংস্হার প্রধান উপদেষ্টা সমুজ আলী।

বিশেষ অতিথি ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন জাগ্রত নারীর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় শাহিন চৌধুরীর বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানের ফাউন্ডার মিছবাহ জামাল, উপদেষ্টা আকিকুর রহমান আকিক। আরো উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মহিউদ্দিন আহমেদ আলমগীর, মনজুর খান, নাঈম আহমেদ জয়, মনির আলি, মঈনুল ইসলাম, শাহিন আহমেদ, মকসুদ আহমেদ, মোহাম্মদ মুজিব হোসাইন, কার্তিক, জাগ্রত নারীর বাংলাদেশ প্রধান উপদেষ্টা সামি আলি, আকিকুর রহমান আকিক, মাকসুদ আহমেদ, আকতার হোসেন,জুনেদ মোহাম্মদ হক, ডানিয়েল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্থার সভাপতি সংবর্ধিত অতিথি শাহিন চৌধুরী বলেন, জাগ্রত নারী উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ-এর কার্যক্রমে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ হাজার সদস্য বাংলাদেশে আছেন। নারীদের সেলাই মেশিন ও বিভিন্ন এলাকায় বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য টিউবওয়েল স্থাপনেরও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। নারীদের সমাজে আরো অবদান রাখা ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যারা জড়িত তাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। দেশে বিদেশে এই জাগ্রত নারীর সদস্য হয়ে সংগঠনের হাতকে শক্তিশালী করার আহবান জানান তিনি।

সভায় মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন ও মিছবাহ জামাল তাদের বক্তব্যে বলেন, মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁরা এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে আরো সচেষ্ট হবেন। সবাইকে মধ্যাহ্নভোজ করানো হয়। জাগ্রত নারীর সভাপতি শাহিন চৌধুরীর সম্মানে একটি কেক কেটে সবাইকে আপ্যায়ন করানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
07940 782 876, 020 3540 0942

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
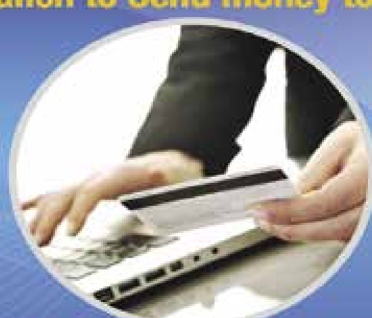
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

আনন্দঘন আয়োজনে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সামার ট্রিপ অনুষ্ঠিত

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্মস্থান স্ট্রার্টফোর্ডের আপন এভনে গত ২৮ জুলাই রোববার অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সামার ট্রিপ ২০২৪। পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোড থেকে তিনটি বাসে করে ক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে যাত্রা শুরু করেন। সকাল পৌনে ১১টায় তিনটি বাস শেক্সপিয়ারের বাড়ির উদ্দেশ্যে হোয়াইটচ্যাপেল ত্যাগ করে । বাসে উঠার আগে প্রত্যেকের হাতে ‘রাধুনী’র পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় স্নাক্স ব্যাগ তথা সকালের নাস্তা।

পৃথকভাবে তিনটি বাসের তত্ত্বাবধানে ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাঈম চৌধুরী, আইটি সেক্রেটারি মোঃ হান্নান, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ ঞ্জসেক্রেটারি রুপি আমিন, ইসি মেম্বার ফয়সল মাহমুদ ও জাকির হোসেন কয়েস। যাত্রা পথে তিনটি বাসেই চলে গান,কবিতা, ধাঁধা ও হাস্যরসাত্মক গল্পকথা। দুপুর আড়াইটার দিক স্ট্রার্টফোর্ডের আপন এভনে তিনটি বাস একসাথে পৌঁছে । ক্লাবের নর্থ ইংল্যান্ড এবং মিডল্যান্ডসের সদস্যরাও এবারের পিকনিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। বিকেল পৌনে ৩টার দিকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়।

খাবারের তত্ত্বাবধানে ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রথম নির্বাহী সদস্য সাহিদুর রহমান সুহেল। তাঁকে সহযোগিতা করেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও বাংলা প্রেস ক্লাব বার্মিংহামের সভাপতি মুহাম্মদ মারুফ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সোহেল আমেদ চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আকরামুল হেসেন সহ আরো অনেকে। খাওয়া-দাওয়া শেষে অনুষ্ঠিত হয় খেলাধুলা । এই পর্ব পরিচালনা করেন সাহিদুর রহমান সুহেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার ইব্রাহিম খলিল এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন। খেলাধুলার শুরুতেই ছিল নারীদের হাড়ি ভাঙ্গা। এরপর দুটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হয় বাচ্চাদের মার্বেল দৌড় । পুরুষদের জন্য ছিল বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কাবাডি খেলা এবং সব শেষে ছিল দড়ি টানাটানি । খেলাধুলা শেষে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী। বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন সহ কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি ক্লাবের সিনিয়র সদস্যবৃন্দ । সাথে ছিলেন সামার ট্রিপের মূল স্পন্সর বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ ইউকের সভাপতি এস এম খালিক উদ্দিন।

সবশেষে পড়ন্ত বিকেলে প্রেস ক্লাবের সদস্যরা ঞ্জবিশ্বখ্যাত কবি শেক্সপিয়ারের বাড়িসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ দৃষ্টিনন্দন আপন এভন শহর ঘুরে দেখেন। এরপর সন্ধ্যা ৭টায় সকলে ফিরে আসেন বাস পার্কিং পয়েন্টে। সারাদিনের হৈ হল্লুড় পেছনে ফেলে সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় তিনটি বাস ছাড়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে। পথে চলে গান কবিতা কৌতুক । ঞ্জরাত ১০টায় লন্ডন ফিরে সকলে বিদায় নেন যার যার মতো করে।

এবারের সামার ট্রিপে খাবার এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রদান সহ সকল পুরস্কারের স্পন্সর ছিল বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ ইউকে সিআইসি।

উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের ওয়ারউইকশায়ারের স্ট্র্যার্টফোর্ড-আপন-অ্যাভনে জন্ম নেওয়া উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছিলেন একজন ইংরেজ কবি ও নাট্যকার । তাঁকে ইংরেজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিশ্বের একজন অগ্রণী নাট্যকার ভাবা হয়। ট্র্যাজেডি, কমেডি, ইতিহাসনির্ভর প্রায় ৪০টি নাটক, পৌনে ৪০০ কবিতায় সমৃদ্ধ সফল সাহিত্যকর্ম রয়েছে। ১৫৬৪ সালে জন্ম নেওয়া এই বিশ্বখ্যাত কবি পৃথিবী থেকে বিদান নেন ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে মেয়রসহ আওয়ামীপন্থি কাউন্সিলররা আত্মগোপনে

সিলেট ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) মেয়র আনোয়ারজ্জামান চৌধুরী। খোঁজ মিলছে না তিন প্যানেল মেয়রসহ আওয়ামীপন্থি অন্য কাউন্সিলরদেরও। এমন পরিস্থিতিতে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে সিসিকের কর্মকাণ্ডে; ব্যাহত হচ্ছে সেবা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এরপর দেশ ছেড়েও চলে যান তিনি।

ওই দিনই নগর ভবন ও মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাসায় হামলা ও ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা, তবে তখন তিনি বাসায় ছিলেন না। এরপর থেকে খোঁজ মিলছে না মেয়রের। তার ফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সিসিক সূত্রে জানা যায়, কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করার পর থেকে বিশেষত এক দিনে ছয়জন নিহত হওয়ার পর থেকে অফিস করছেন না মেয়র। ১ আগস্ট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের শোক র‍্যালিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। গত ৫ আগস্টের পর থেকেই ব্যক্তিগত অফিস ও নগর ভবনে আসছেন না প্যানেল মেয়র মখলেসুর রহমান কামরান, তৌফিক বকস লিপনসহ বেশির ভাগ কাউন্সিলর।

সিসিকের ৪২টি ওয়ার্ডে অন্তত ৩০ জন কাউন্সিলর আওয়ামী লীগের। ৫ আগস্টের পর তাদের অনেকের বাসাবাড়ি ও অফিস ভাঙচুর করা হয়। এরপর থেকে তারা আত্মগোপনে রয়েছেন। তাদের না পেয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে সেবাগ্রহীতাদের। সিসিকের প্রতিদিনকার কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে।

মায়ের মৃত্যু সনদ নিতে সোমবার নগরের ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিক্রম কর সম্রাটের অফিসে গিয়েছিলেন অনিল দাশ, কিন্তু কাউন্সিলরকে না পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

তিনি বলেন, 'তিন দিন ধরে নগর ভবন ও কাউন্সিলর অফিসে ঘুরছি, কিন্তু মেয়র, কাউন্সিলর কাউকেই পাচ্ছি না। কবে তারা আসবেন, এ তথ্যও কেউ জানাতে পারছে না। ফলে খুব সমস্যায় আছি।'

অনিলের মতো আরও অনেককে জনপ্রতিনিধিদের না পেয়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও বাসাবাড়ির নকশা অনুমোদনসহ বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। সব সংকট কাটিয়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিতে সিসিক সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে বলে দাবি করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দুর্বৃত্তদের হামলা ও ভাঙচুরের আটতঙ্কে চার দিন নগরের বর্জ্য অপসারণও বন্ধ ছিল। এতে নগরজুড়ে আবর্জনার স্তূপ জমে। পরে সবেক মেয়র ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আরিফুল হক চৌধুরী উদ্যোগ নিয়ে বর্জ্য অপসারণ শুরু করেন।

এ ব্যাপারে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'প্রথম দুই- এক দিন কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মেয়র মহোদয় অফিস না করলেও ফোনে আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন।' তিনি বলেন, 'কোনো নাগরিক কাউন্সিলরদের অফিসে গিয়ে সেবা বঞ্চিত হলে নগর ভবনে আসলে আমরা তা করে দিচ্ছি।' ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী জানান, বর্জ্য অপসারণেও সিসিক কর্মীরা কাজ করছেন।

গত বছরের ২১ জুন সিসিকের পঞ্চম নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নজরুল ইসলাম বাবুলকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। ওই বছরের নভেম্বরে তিনি মেয়র পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিএনপিহীন ওই নির্বাচনে ৪২টি ওয়ার্ডের বেশির ভাগেই কাউন্সিলর পদে বিজয়ী হন আওয়ামী লীগ নেতারা।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যরাতে 'পালিয়েছেন' উপাচার্য

প্রক্টরসহ ছয়জনের পদত্যাগ

সিলেট ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. জামাল উদ্দিন ভূঞা নিয়োগপ্রত্যাশীদের বিক্ষোভের মুখে বুধবার (৭ আগস্ট) মধ্যরাতে 'পালিয়েছেন'। তবে 'পালানোর' দুই দিন আগে তিনি ১০ দিনের ছুটি নেন।

এদিকে গত ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন পদ থেকে ছয়জন শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. সিদ্দিকুল ইসলাম।

এ বিষয়ে উপাচার্য মো. জামাল উদ্দিন ভূঞা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে দেওয়া হয়। এরপর বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকেরা আমাকে বারবার ছুটিতে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁদের চাপে আমি ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিতে বাধ্য হই। পরে ক্রমাগত তাঁরা আমাকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন।'

উপাচার্য আরও বলেন, 'গতকাল বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎ বিএনপিপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ইন্ধনে স্থানীয় কিছু মানুষ লাঠিসোঁটা আর অস্ত্র নিয়ে আমার অবস্থানস্থলের আশপাশে জড়ো হয়ে ঘরের দরজা খোলার জন্য অনবরত হইহুল্লোড় শুরু করেন। তাঁরা বাসা আক্রমণ করে একপর্যায়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অরাজকতা চালান। এতে আমরা ভীত হয়ে পড়ি। পরে সেনাবাহিনী এলে তাঁদের সঙ্গে নিরাপদে সরে যাই। এখানে পালানোর ঘটনা ঘটবে কেন? মূল ঘটনাকে আড়াল করতেই এটাকে নিয়োগপ্রত্যাশীদের বিক্ষোভ বলা যাচ্ছে। এখন তো নিয়োগের কোনো প্রক্রিয়াই চলছে না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ২১ নভেম্বর সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে

নিয়োগ পান মো. জামাল উদ্দিন ভূঞা। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ৬ আগস্ট তিনি ১০ দিনের জন্য ছুটি নেন। এরপর ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. সিদ্দিকুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব নেন।

এই সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, চলমান পরিস্থিতিতে উপাচার্য তাঁর নির্ধারিত বাসভবন ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী 'টিচার্স গার্ডেনে' অবস্থান নেন। গতকাল রাত ১২টার দিকে একদল লোক টিচার্স গার্ডেনে গিয়ে উপাচার্যের অবস্থানস্থলের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, উপাচার্য তাঁদের নিয়োগ দেবেন আশ্বাসে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। যেহেতু এখন পট পরিবর্তন হয়েছে, তাই তাঁদের টাকা ফেরত দিতে হবে। এ সময় কিছু শিক্ষকও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, উপাচার্যকে নিয়ে উত্তেজনার খবর পেয়ে সেনাবাহিনী এসে দিবাগত রাত পৌনে তিনটার দিকে উপাচার্য জামাল উদ্দিন ভূঞাকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে যান। এরপর থেকেই প্রচার হয়, উপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে 'পালিয়ে' গেছেন। শিগগির তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলেও তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা মনে করছেন।

এদিকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মো. সাদ উদ্দিন মাহফুজ, আইসিটির পরিচালক অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম, শাহ এ এম এস কিবরিয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অনিমেষ চন্দ্র রায়, নিরাপত্তা দপ্তরের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আশরাফুল ইসলাম, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক অধ্যাপক শামীমা নাসরিন এবং ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের পরিচালক মো. বাশিরউদ্দিন পদত্যাগপত্র জমা দেন। তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. সিদ্দিকুল ইসলাম।

পদত্যাগের কারণ হিসেবে ছয়জনই 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতি' ও 'ব্যক্তিগত কারণ' উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. সিদ্দিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী

আত্মগোপনে থেকে হবিগঞ্জ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

সিলেট ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলেয়া আক্তার পদত্যাগ করেছেন। গত ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বরাবর মেইলে এ পদত্যাগপত্র পাঠান বলে জানা গেছে। তিনি ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগের পর থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন।

আলেয়া আক্তার হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু জাহিরের স্ত্রী এবং জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

জেলা পরিষদের সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল আমিন ওসমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি

বলেন, 'আমি বিষয়টি শোনার পর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলেয়া আক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে জানান, অসুস্থতার কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সিঙ্গাপুরে যাবেন।'

সূত্রে জানা যায়, পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, গত ৪ এপ্রিল থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিন্তু বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। তাই আজ (মঙ্গলবার) থেকে আমি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।

এ ব্যাপারে জানতে আলেয়া আক্তারের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী মো. নুরুল ইসলাম বলেন, 'পদত্যাগের বিষয়টি শুধু মন্ত্রণালয় জানে। আমি লোকমুখে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেনেছি।'

'আয়নাঘরে বন্দী' ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন

সিলেট ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : 'গুমের শিকার হয়ে আয়নাঘরে বন্দী' বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন হয়েছে। গত ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট নগরের চৌহাট্টা এলাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর উপজেলাবাসীর ব্যানারে এ কর্মসূচি হয়েছে। এ দুই উপজেলা নিয়ে সিলেট-২ সংসদীয় আসন গঠিত। এখানকার সংসদ সদস্য ছিলেন ইলিয়াস আলী।

সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জালাল উদ্দিন এই মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন। বিশ্বনাথ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব আশিকুর রহমানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ইলিয়াস আলী ছিলেন ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। স্বৈরাচারী হাসিনা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে তাঁকে অপহরণ করে গুম করেছিল। অবিলম্বে জননেতা ইলিয়াস আলীকে

ফেরত চান তাঁরা। অন্যথায় রাজপথে কঠিন আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি ফখরুল ইসলাম, ওসমানীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফখর উদ্দিন, সিলেট প্রেস মালিক সমিতির সভাপতি আমিনুল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব শাকিল মোর্শেদ, বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আবদুল মতিন, জেলা বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক অর্জুন ঘোষ, ওসমানীনগর উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আবদুল হাকিম, ওসমানীনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান আহমদ প্রমুখ।

নতুন অভিযোগ তুললেন ট্রাম্প, তিন অঙ্গরাজ্যে এগিয়ে কমলা

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান প্রার্থীরা। রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনালড ট্রাম্পকে ঠেকানোর চেষ্টায় জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। দমে নেই ট্রাম্পও। বেশ কদিন ধরেই দুপক্ষেরই চলছে জোরকদম প্রচারকার্য।

এরই মধ্যে আবার চলছে সমালোচনাও। তবে এবার সমালোচনার পর্বকে ছাপিয়ে উঠেছে অভিযোগের রেশ। ট্রাম্পের নীতি নকল করেছেন কমলা- এমন অভিযোগই উঠে এসেছে ডেমোক্রেট এ প্রার্থীর ওপর।

রোববার এপির খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প দাবি করেছেন, 'পরিষেবা কর্মীদের টিপসের বিষয়ে আমার নো ট্যাক্স নীতি নকল করেছেন কমলা।'

শনিবার কমলা লাস ভেগাসের নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি সমাবেশে ঘোষণা দেন, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য পরিষেবা শিল্পের কর্মচারীদের দেওয়া টিপসের ওপর ট্যাক্স দূর করতে কাজ করবেন তিনি।

কমলা বলেছেন, 'এখানে প্রত্যেকের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি, আমি যখন প্রেসিডেন্ট হব তখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মজীবী পরিবারগুলোর জন্য আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব। সেই সঙ্গে মজুরি বাড়ানো এবং পরিষেবা কর্মীদের জন্য টিপসের ওপর কর বাদ দেওয়ার বিষটি নজরে রাখব।'

এ নিয়ে ট্রাম্পের দাবি, এই প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছেন তিনি। জুন মাসে তার নিজ শহরের এক সমাবেশে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানান ট্রাম্প।

কমলার ভাষণের কিছুক্ষণ পরেই ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন, কমলা টিপস নীতিতে আমার নো ট্যাক্স নীতি কপি করেছেন। তিনি কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যজনিত কারণেই এটি বলেছেন। কিন্তু তিনি এটি করবেন না।

ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'তার (কমলার) ভালো কোনো কিছু করার ধারণা নেই, সে কেবল আমার কাছ থেকে চুরি করতে পারে।' তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি কমলা।

এদিকে ডোনা[illegible] ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণায় গণপ্রত্যাবাসনে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যদিও তার দলের অনেকেই এ ধরনের সিদ্ধান্তে একমত নন। তবে টেক্সাসের রিপাবলিকান কর্মী লাওরেন বি. পেলা বলেছেন, 'ট্রাম্প আসলে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আসা সব পরিবারকেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন না। গণপ্রত্যাবাসন বলতে তিনি অপরাধীদের ফেরত পাঠানোর কথাই বলছেন।'

প্রচার প্রচারণার উত্তেজনার মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনমত জরিপে যুক্তরাজ্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তিনটি অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস।

অঙ্গরাজ্যগুলো হলো- উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও মিশিগান। আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে এ জরিপ চালিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজ। ৫ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত এ জরিপ চালানো হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন এক হাজার ৯৭৩ জন।

শনিবার প্রকাশিত জরিপের ফলে দেখা গেছে, ওই তিন অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। কমলা পেয়েছেন ৫০ পয়েন্ট। অন্যদিকে ট্রাম্পের পয়েন্ট ৪৬। নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থিতা থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর এই প্রথম তিন অঙ্গরাজ্যে উচ্চপর্যায়ের জনমত জরিপ চালানো হলো।

বাইডেনের সরে দাঁড়ানোর আগে চালানো জরিপে রিপাবলিকান পার্টির ট্রাম্পের সঙ্গে তার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য এগিয়েও ছিলেন ট্রাম্প। বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসাবে তার জায়গায় আসেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তিন অঙ্গরাজ্যে জনমত জরিপে তিনি ট্রাম্পকে টেক্কা দেওয়ায় সেখানে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান শক্ত হলো। মার্কিন নির্বাচনে কোনো দলের জয়-পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করে উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ভোটের ফলের ওপর।

গ্রিসে ৩৫ কিলোমিটার জুড়ে দাবানল

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে গ্রিস। এরই মধ্যে আগুন এথেন্সের উত্তরাঞ্চলীয় ভারনাভাস গ্রামের ৩৫ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সেখানকার ঘরবাড়ি ও গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রোববার ওই এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার

থেকে দেশটিতে ৪০টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে ৭টিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছে দমকল বাহিনী। আগুনের শিখা প্রায় ৮০ ফুট উচ্চতায় উঠছে। এমনকি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকাও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভারনাভাসের বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে ২৫টি বাহন নিয়ে কাজ করছেন দমকলকর্মীরা।

এছাড়া ঐতিহাসিক ম্যারাথন শহরের স্থানীয়দেরও নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দুর্যোগ অব্যাহত থাকতে পারে বলে জনগণকে সতর্ক করেছেন গ্রিসের জলবায়ু সংকট ও নাগরিক সুরক্ষামন্ত্রী ভ্যাসিলিস কিকিলাস। এএফপি।

রাশিয়ার ২৮টি গ্রাম দখল করল ইউক্রেন, যে হুঁশিয়ারি জেলেনস্কির

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে এক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কথা জানিয়েছে ইউক্রেন। সোমবার দেশটির শীর্ষ কমান্ডার এমন দাবি করেছেন।

কমান্ডার অলেক্সান্ডার সিরস্কি জানান, তাদের প্রতিরোধমূলক সামরিক অভিযানের অব্যাহত রয়েছে। খবর বিবিসির। রাশিয়াকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, এতদিন অন্যদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিত রাশিয়া। এবার যুদ্ধ তাদের ওপর চেপে বসেছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের এ অভিযানকে বড় ধরনের উসকানি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক ডাকেন তিনি। ইউক্রেনীয় সেনাদের রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করতে রুশ বাহিনীকে নির্দেশ দেন পুতিন।

গাজায় ইসরাইলি বর্বরতা চলছেই, নিহত আরও ২২

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : গাজায় ইসরাইলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে বিধ্বস্ত এই ভূখণ্ডের নিহতের মোট সংখ্যা পৌঁছে গেছে প্রায় ৩৯ হাজার ৭০০ জনে। এ ছাড়া গত ১০ মাসে আহত হয়েছেন সাড়ে ৯১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু। বিশ্ব সম্প্রদায়ের গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দাবির পরও ইসরাইল অবরুদ্ধ গাজায় নৃশংস হামলা অব্যাহত রেখেছে। এ বিষয়ে জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, 'গাজায় যুদ্ধের

সব নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে।' গত ৭ অক্টোবর আকস্মিক হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরাইলিকে হত্যার পাশাপাশি প্রায় ২৫০ ইসরাইলি ও বিদেশি নাগরিককে গাজায় বন্দি করে নিয়ে আসে হামাস। একই দিন হামাসকে নির্মূল এবং বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরাইল। গাজার প্রায় সব স্থানেই হামলা চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। বাস্তুচ্যুত হওয়া ফিলিস্তিনিদের শেষ আশ্রয়ও তারা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

ইরানের প্রেসিডেন্টের সাথে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ ইসরাইলে হামলা না চালানোর আহ্বান

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার ইসরাইলে হামলা না চালাতে ইরানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক ফোন কলে তিনি এ আহ্বান জানান।

সোমবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি ভুল হিসাব নিকাশ ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এজন্য শান্ত ও সচেতন থাকার সময় এখনই। খবর বিবিসির।

২০২১ সালের মার্চে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং হাসান রুহানির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। এর পর এই প্রথম যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের প্রেসিডেন্ট সঙ্গে আবার ফোন কলে কথা হলো।

এদিকে এক যৌত বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানি ইসরাইলে হামলার হুমকি বন্ধে ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

একই সঙ্গে এই চার দেশের নেতারা ইরানের হামলার বিপরীতে ইসরাইলে প্রতিরক্ষা সুবিধা এবং ইরান সমর্থিত বিভিন্ন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ওপর হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে।

সম্প্রতি হামাসের প্রধান এবং হিজবুল্লাহর একজন সিনিয়র নেতা নিহতের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ইসরাইলে সম্ভব্য হামলা ঠেকাতে রোববার যুক্তরাষ্ট্র একটি সাবমেরিন পাঠিয়েছে। যা ১৫৪ টমাহোক ক্রুস মিসাইল বহনে সক্ষম এবং সমুদ্র থেকে ভূমিতে আঘাত হানতে সক্ষম।

হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যা : ক্ষোভে ফুঁসছে কলকাতা

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে

ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় পুরো কলকাতা এখন উত্তাল। এই বর্বর ঘটনার পর ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা আন্দোলনে নেমেছেন। বিভিন্ন হাসপাতালে কনিষ্ঠ ও আবাসিক চিকিৎসকরা কর্মবিরতি পালন করছেন, এবং তাদের এই প্রতিবাদ এখন ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য রাজ্যেও।

দিল্লির এইমস থেকে শুরু করে মুম্বাই, কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন হাসপাতালেও চলছে কর্মবিরতি।

আন্দোলনকারীরা দাবি তুলেছেন, এই নির্মম হত্যাকাণ্ড একজনের দ্বারা সম্ভব নয়, এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টও তেমনটাই নির্দেশ করে। তারা জড়িত সকলকে খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির দাবি করছেন। অপরাধীরা ধরা না পড়া পর্যন্ত তাদের কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা।

ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত চিকিৎসকের পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পুলিশের ওপর চাপ দেন। তবে আন্দোলনকারীরা এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন এবং সিবিআই তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরছেন।

এই পরিস্থিতির মাঝে আর জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ পদত্যাগ করলেও রাজ্য সরকার তা গ্রহণ না করে তাকে অন্য একটি হাসপাতালে পদায়ন করেছে, যা আন্দোলনকারীদের আরও ক্ষুব্ধ করেছে। তারা তার অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানাচ্ছেন।

কলকাতার নাগরিক সমাজও এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে। অভিনেতা, লেখক, এবং সমাজের বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন মিছিলে অংশ নিচ্ছেন, যা প্রমাণ করে, এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় গত শুক্রবার। আর জি কর মেডিকেল কলেজের চতুর্থ তলায় দায়িত্ব পালন শেষে বিশ্রাম নিতে যাওয়া এক নারী চিকিৎসকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওই চিকিৎসক উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট অধ্যয়নরত অবস্থায় এই মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হন।

পাকিস্তানের সাবেক আইএসআই প্রধান গ্রেফতার

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : পাকিস্তানের সেনা আবাসন প্রকল্পে দুর্নীতিকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সে দেশের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সাবেক প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফৈজ হামিদকে

গ্রেফতার করা হয়েছে। 'পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ' হিসেবে পরিচিত হামিদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কোর্ট মার্শাল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই এ গ্রেফতারি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)-এর পক্ষ থেকে সোমবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফৈজের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে তদন্ত হয়েছে তারই ভিত্তিতে এ গ্রেফতারি। যদিও পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, ইমরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণেই রাজনৈতিক প্রতিশোধের শিকার হলেন ফৈজ।

শেখ হাসিনার পতনে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই : হোয়াইট হাউস

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজনৈতিক এই পটপরিবর্তনে জল্পনায় উঠে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা। তবে হাসিনাকে উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা

নেই বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

হোয়াইট হাউসের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সময় সোমবার (১২ আগস্ট) এ কথা জানিয়েছেন প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জ্যঁ পিয়েরে।

বাংলাদেশ নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে ক্যারিন বলেন, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই। এ ধরনের যেকোনো দাবি গুজব ও মিথ্যা। বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্তেই এটি হয়েছে। এবং আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষই দেশটির সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন।

এর আগে একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ক্ষমতা হারানোর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে না

রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ার নেতাদের প্রশংসা ট্রাম্পের

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প ধনকুবের ইলন মাস্ককে বহুপ্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। দুই ঘণ্টা ধরে এই সাক্ষাৎকার হয়েছে। সাক্ষাৎকারে প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস, তার রানিং মেট টিম ওয়ালজ, ক্যাপিটাল হিলে হামলা, ট্রাম্পের ওপর হামলা নিয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাৎকারে ডোনালড ট্রাম্প রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ার নেতাদের প্রশংসা করেছেন। তারা বর্তমানে তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতায় আছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের এমন একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন মন্তব্য করে তিনি বলেন, এমন প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন যিনি তাদের মোকাবিলা করতে পারেন।

ইলন মাস্কের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'পুতিন, শি জিনপিং, কিম জং উন তাদের সেরা অবস্থানে আছেন।' তিনি বলেন, এই নেতারা প্রায়ই স্বৈরাচারী হিসেবে পরিচিত। তারা তাদের দেশকে ভালোবাসেন, তবে সেটি একটি ভিন্ন রকমের ভালোবাসা। ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে 'স্লিপি জো' হিসেবে আখ্যায়িত করে দাবি করেন, বাইডেনের কারণে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করেছে।

ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমি পুতিনের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশেছি এবং তিনি আমাকে সম্মান করেছেন। আমরা ইউক্রেন নিয়ে আলোচনা

করতাম। এটি ছিল তার চোখের মণি। তবে আমি তাকে বলেছিলাম এটি করবেন না।'

এই সাক্ষাৎকারটি ইলন মাস্কের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এ (পূর্বে টুইটার) এ সম্প্রচারিত হয়। যদিও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সাক্ষাৎকারটি নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৪০ মিনিট পরে শুরু হয়। মাস্ক দাবি করেন, এটি একটি সাইবার আক্রমণের কারণে হয়েছে, যেখানে সার্ভার বা নেটওয়ার্ককে অকার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

এই সাক্ষাৎকারটি ট্রাম্পের পতনশীল প্রচার অভিযানকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলন মাস্ক অতীতে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু এইবার তিনি ট্রাম্পকে সমর্থন দিচ্ছেন।

দুই মাসের মধ্যেই ভেঙে পড়বে সরকার: ইমরান খান

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : 'সরকারের হাতে আর মাত্র দুই মাস সময় আছে'– জেলখানায় বসেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান।

কারাগারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বর্তমান সরকারের শাসন আমলের সময় আর দুই মাস বলে উল্লেখ করেছেন ইমরান খান। এ সময় তিনি বলেন, 'আমি জেল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করছি– সরকারের হাতে আর মাত্র দুই মাস সময় আছে। সরকার একটি জলাবদ্ধতায় আটকে আছে।'

অন্যদিকে নিজের অবস্থান নিয়ে ইমরান বলেন, 'আমার কাছে অনেক সময় আছে, কিন্তু তাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারা বোকা, সে কারণেই তারা এটি বুঝতে পারছে না।'

এর আগে ৯ মে ট্র্যাজেডি ইস্যুতে শোনা গিয়েছিল, দেশব্যাপী দাঙ্গা হামলার দায় স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন ইমরান খান। তবে বিষয়টি যে সত্যি নয়, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করেছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছি এমন ধারণা ভুল। আমি শুধু পাকিস্তানের পক্ষে

কথা বলতে বলছি। আমি ক্ষমা চাইব যদি পিটিআই কর্মীদের ৯ মে ট্র্যাজেডির সিসিটিভি ফুটেজে দেখানো হয়।'

সরকারের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিও প্রত্যাখ্যান করেছেন ইমরান। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যত মামলা করতে চান করেন, আমি কোনো চুক্তি করব না।' একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের অধীনে তার দল পুনর্নির্বাচনে অংশ নেবে না বলেও জানিয়ে দেন তিনি।

জুলুম ও জালিমের পরিণতি ভয়াবহ

ইবরাহীম আল খলীল

জুলুম একটি মহাপাপ। একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ। যার গন্তব্য হলো জাহান্নাম। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৃথিবীজুড়ে চলছে আজ জুলুমের ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। চারদিকে প্রকাশ পাচ্ছে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার।

ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র আজ এই জুলুমে লিপ্ত। যার পরিণতি খুবই মন্দ ও ভয়াবহ। অন্যের ওপর অন্যায়-অবিচার করে নিজের পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে জালিমরা। যেমনটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

যার যা প্রাপ্য তাকে সেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম জুলুম। কারও অধিকার হরণ, বিনা অপরাধে নির্যাতন, আর্থিক, দৈহিক ও মর্যাদার ক্ষতিসাধন, মানহানিকর অপবাদ দেওয়া, দুর্বলের ওপর নৃশংসতা চালানো, নির্যাতন করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হরণ, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল, উৎপীড়ন বা যন্ত্রণা ইত্যাদি কাজ জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের প্রতি জুলুম সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

এ কারণেই অত্যাচারিত ব্যক্তির আবেদন-নিবেদন আল্লাহতায়ালার দরবারে সরাসরি পৌঁছে যায়। আল্লাহতায়ালা মাজলুমের দোয়া খুবই দ্রুততার সঙ্গে কবুল করে থাকেন।

দুনিয়াতে খুব কম জালিমই নিজেকে জালিম মনে করে। আবার জালিম যখন মাজলুম এবং দুর্বলের প্রতি অত্যাচার চালায়, তখন সে নিজেকে মনে করে অনেক ক্ষমতাবান। ভাবে তার অর্থবিত্ত, শক্তি ও ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী। মনে করে তার সহযোগী অনেক। কিন্তু সে ভুলে যায়, ওই অসহায় লোকটির পক্ষে কেউ না থাকলেও মহান আল্লাহতায়ালা তার সঙ্গে আছেন। তিনি সবই দেখেন ও হিসাব রাখেন।

পৃথিবীতে জালিমের অন্যায়-অত্যাচার আর অবৈধ শক্তির ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত ও ভীত থাকে। অনেক অসহায় প্রাণ দুই হাত তুলে জালিমের ধ্বংস প্রার্থনা করে। আজ যে জালিম নিজেকে শক্তিশালী অনুভব করে এবং শক্তির দাপটে দুর্বলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, কাল কেয়ামতের দিন সে নিজেকে মারাত্মক দুর্বল ও দরিদ্র অনুভব করবে। আল্লাহতায়ালা বলেন, জালিমদের কোনো বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। (সূরা মুমিন, আয়াত : ১৮)।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, তুমি কখনো মনে করো না যে, জালিমরা যা করছে সে বিষয়ে মহান আল্লাহ উদাসীন। আসলে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন, যেদিন সব চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছোটাছুটি করবে, আতঙ্কে তাদের নিজেদের দিকেও ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে (ভয়ানক) উদাস।

সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর যেদিন তাদের শাস্তি আসবে, যেদিন জালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব। (তখন তাদের বলা হবে,) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোনো পতন নেই? (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪২-৪৪)।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অগ্নি। যার বেষ্টনী তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে। তারা পানীয় চাইলে তাদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এটি কত নিকৃষ্ট পানীয়। জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়। (সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৯)।

এভাবে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে, যাতে জালিমের কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ জালিমকে ছাড় দেন। কিন্তু ছেড়ে দেন না। জালিমকে তার জুলুমের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। মাজলুমের কাছে মাফ চেয়ে মাফ করানো ছাড়া এ শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। কারণ তা বান্দার হক-এর অন্তর্ভুক্ত।

মাজলুমের অশ্রুফোঁটা ও অন্তরের অভিশাপ জালিমের পতনের অন্যতম কারণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত আসে না। এক. ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া। দুই. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। তিন. মাজলুমের দোয়া। আল্লাহতায়ালা তাদের দোয়া মেঘমালার ওপরে তুলে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেন। মহান রব বলেন, আমার সম্মানের শপথ, কিছুটা বিলম্ব হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৮)।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, মাজলুমের বদদোয়াকে ভয় কর। কেননা মাজলুমের বদদোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোনো অন্তরাল নেই। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২২৮৬)। অর্থাৎ মাজলুমের দোয়া সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।

শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনের জন্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকা শর্ত। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি জুলুম করে সে কেবল অন্যেরই ক্ষতি করে না, নিজ জীবনের নিরাপত্তাকেও ঝুঁকিতে ফেলে। আর সমাজের অধিকাংশ লোকেরই যখন চরিত্র হয় জুলুমবাজি অর্থাৎ যারা পারস্পরিক হক আদায়ের কোনো তোয়াক্কা করে না, সে সমাজ দুর্যোগকবলিত হবেই। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আমার (নবির) কথা শোনো, তা হলে বেঁচে থাকতে পারবে। সাবধান! তোমরা জুলুম কর না। সাবধান তোমরা জুলুম কর না। সাবধান তোমরা জুলুম কর না! (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২০৬৯৫)।

আল্লাহতায়ালা নিজের জন্য জুলুম হারাম করেছেন, তেমনি বান্দাদের জন্য জুলুমকে হারাম করেছেন। হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হয়েছে, হে আমার বান্দারা! আমি জুলুম করাকে নিজের প্রতি হারাম করেছি এবং তাকে তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি জুলুম কর না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৭৭)।

মাজলুম বা নিপীড়িতের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। মাজলুমের আর্তনাদের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জালিমদের ওপর নেমে আসে কঠিন আজাব। তাদের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়।

যারা জুলুম করে এমন কাউকে মহান আল্লাহ অতীতে ছেড়ে দেননি। তার শেকড় যতই শক্ত হোক। ফেরাউন ও নমরুদ তাদের শক্তির দাম্ভিকতায় নিজেদের রব বলে দাবি করেছে। স্বীয় ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এবং তার পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশের সব নবজাতক ছেলে সন্তানদের হত্যা করেছে। তারা নিজেদের সর্ব ক্ষমতার অধিকারী ভেবেছিল।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলাম। মূসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা ভূমিতে দম্ভ করল। তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি। তাদের প্রত্যেককেই আমি তার পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা। কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ। কাউকে আমি ধসিয়ে দিয়েছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ...আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কেবল তা বোঝে। (সূরা আনকাবুত আয়াত : ৩৯-৪০, ৪৩)।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ (ফেরাউনকে) বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করতে পারে? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর তাদের ওপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে। (সূরা আরাফ, আয়াত : ১২৭)।

আরও এরশাদ হয়েছে, ফেরাউন ও তার বাহিনী জমিনে অন্যায় আর অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদের পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এবার দেখ, জালিমদের পরিণতি কী হয়ে থাকে! (সূরা কাসাস, আয়াত : ৩৯-৪০)।

মহান আল্লাহতায়ালা কারুনের পরিণতি সম্পর্কে বলেন, কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। কিন্তু সে তাদেরই প্রতি জুলুম করল। আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। ...সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার আগে এমন বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিলেন, যারা শক্তিতেও তার অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং লোকবলেও বেশি ছিল? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হয় না। ...পরিণামে আমি তাকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যারা আল্লাহর শাস্তি থেকে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে। ... ওই পরকালীন নিবাস তো আমি সেসব লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য দেখাতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। শেষ পরিণাম তো মুত্তাকীদেরই অনুকূল থাকবে। (সূরা কাসাস, আয়াত : ৭৬, ৭৮, ৮১, ৮৩)।

আমাদের মনে রাখা দরকার, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ন এমন এক অপরাধ যা সাধারণত আল্লাহ মাফ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মজলুম ব্যক্তি (যার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে) জালিমকে (অত্যাচারী ব্যক্তিকে) মাফ না করেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আর তোমরা জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না, জালেমদের সহযোগী হবে না, তাহলে আগুন (জাহান্নামের) তোমাদেরও স্পর্শ করবে (সূরা হুদ, আয়াত : ১১৩)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহতায়ালা জালিমকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেন না। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন, তোমার প্রভুর পাকড়াও এ রকমই হয়ে থাকে, যখন তিনি জুলুমরত জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন। তার পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, অপ্রতিরোধ্য। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

লেখক : শিক্ষক, মাদ্রাসা আশরাফুল মাদারিস, তেজগাঁও ঢাকা

হালাল খাদ্য ইবাদত কবুলের শর্ত

মুহাম্মদ আবু সালেহ

আল্লাহতায়ালা খাদ্যকে মানুষের জন্য জরুরি উপকরণ করেছেন। খাদ্য গ্রহণ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের সুস্থতা ও ভারসাম্য ঠিক থাকে। আর সুস্থতা এবং শরীরের ভারসাম্য মানুষকে যেমন কাজকর্মে স্পৃহা জোগায় তেমনি কাজটি যথাযথ আঞ্জাম দেওয়ার আগ্রহও সৃষ্টি করে। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানব সমাজকে ইসলাম লাগামহীন ছেড়ে দেননি। বরং রয়েছে যথাযথ নির্দেশনা।

মানব রুচিতে যা অরুচিকর মনে হবে তা অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খাদ্য হালাল হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে রাসূলগণ! পবিত্র হালাল বস্তু আহার করুন এবং সৎ কাজ করুন। (সূরা মুমিনুন : ৫১)।

আয়াতে হালাল খাবার গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং নেক আমলের আদেশ করা হয়েছে। আর হালাল খাদ্য খেয়ে ইবাদত করলেই কলব ইবাদতের স্বাদ অনুভব করবে এবং আল্লাহর কাছে তা মাকবুল হওয়ার অতি নিকটে পৌঁছবে।

নবিজি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে কাপড় ক্রয় করে আর তন্মধ্যে একটি দিরহাম হারাম হয়, সে কাপড়ে তার নামাজ আদায় হবে না। (মুসনাদে আহমাদ-৫৭২৩)।

খাবারের মানদণ্ডে আল্লাহতায়ালা আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায় পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।' (সূরা বাকারা : ১৬৮)।

মুমিনের আহার্য উপার্জন হতে হবে বৈধ পন্থায়। তাহলে এ খাদ্য স্বাস্থ্যের পুষ্টি জোগাবে, কলবের জন্য উত্তম খাদ্যে পরিণত হবে, আমলের স্পৃহা ও স্বাদ অনুভব হবে। পক্ষান্তরে শরিয়ত যে খাদ্যগুলোকে স্বাস্থ্যের অনুপযোগী, মন্দ, অনুত্তম ও হারাম করেছে সেগুলো পরিহার করে চলতে হবে। অন্যথায় এগুলোতে বাহ্যিক কিছু ফায়দা দেখা দিলেও ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকবে বেশি।

এতে নুরের পরিবর্তে কলবের মাঝে 'জুলমাত' সৃষ্টি হয়। যার ফলে একদিন সত্যবিমুখ হয়ে যাওয়ারও সমূহ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। উপার্জিত খাদ্য হালাল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না।' (সূরা নিসা : ২৯)।

আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ পন্থায় উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করা শরিয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নবিজি (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ এলোমেলো চুলে, ধুলায় ধূসরিত হয়ে সকালবেলা বলবে হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাবার হবে হারাম, পানীয় হবে হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হবে হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করবে তাহলে কীভাবে তার দোয়া কবুল করা হবে।'

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৬	৪:০৮	৫:৪৫	০১:১০	৬:০৫	৮:২৩	৯:৩০
শনিবার	১৭	৪:১১	৫:৪৭	০১:১০	৬:০৪	৮:২১	৯:২৮
রবিবার	১৮	৪:১৩	৫:৪৯	০১:০৯	৬:০২	৮:১৯	৯:২৬
সোমবার	১৯	৪:১৪	৫:৫০	০১:০৯	৬:০১	৮:১৭	৯:২৪
মঙ্গলবার	২০	৪:১৭	৫:৫২	০১:০৯	৫:৫৯	৮:১৫	৯:২২
বুধবার	২১	৪:১৮	৫:৫৩	০১:০৯	৫:৫৮	৮:১৩	৯:২১
বৃহস্পতিবার	২২	৪:২০	৫:৫৫	০১:০৮	৫:৫৬	৮:১১	৯:১৯

দুর্নীতি রোধে নিজেকে সৎ হতে হবে

জালাল উদ্দিন ওমর

কিছু শীর্ষস্থানীয় সরকারি আমলার লাগামহীন দুর্নীতির খবরে দেশ এখন বেশ সরগরম। চলছে আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনা। এদের সম্পত্তির পরিমাণ এত বেশি যে, তা চাকরির বেতন দিয়ে নয়; বরং লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমেই কেবল অর্জন করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে পুকুরচুরি নয়, রীতিমতো সাগরচুরি হয়েছে। তাই সবাই আজ একবাক্যে তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন। একই সাথে দেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূলের দাবিও জানাচ্ছে সবাই। দুর্নীতি হচ্ছে দেশ ও জাতির জন্য একটি ক্যান্সার। ক্যান্সার যেমন মানবদেহের সব কিছুকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দেয়, ঠিক তেমনি দুর্নীতিও একটি জাতির সব সম্ভাবনাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতির সীমা-পরিসীমা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ঘুষ, চুরি, আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি, জালিয়াতি, প্রতারণা, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি- সবই দুর্নীতি। ঘুষ ছাড়া একজন কর্মকর্তা কাজ করেন না এটি যেমন দুর্নীতি, তেমনি কলমের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে কাউকে কিছু দেয়াটাও দুর্নীতি। অকারণে ফাইল আটকে রাখা ও ঘুষের বিনিময়ে সেই ফাইল অনুমোদন করাটা মস্তবড় দুর্নীতি। ক্ষমতার অপব্যবহার করাটাও দুর্নীতি। ন্যায়বিচার না করা ও বিচারকে বিলম্বিত করাও দুর্নীতি। অন্যায়ভাবে টেন্ডার আয়ত্ত করা, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়াও দুর্নীতি। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া ও কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্যদ্রব্য মজুদ করাও দুর্নীতি। দায়িত্বে ফাঁকি দেয়া এবং অবহেলা, অপরকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও দুর্নীতি। যথাযথ ট্যাক্স না দেয়া এবং ট্যাক্স যথাযথ আদায় না করাও দুর্নীতি। সত্য কথা না বলা, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা রিপোর্ট করাও দুর্নীতি। টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা এবং এর মাধ্যমে অবৈধভাবে অযোগ্যদেরকে নিয়োগ দেয়াটাও মহা দুর্নীতি। ওয়াদা পালন না করা, আমানতদারিতা ভঙ্গ করা এবং আমানতের খেয়ানত করাও দুর্নীতি।

কিন্তু শুধু দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিয়ে দেশ দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব নয়। দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে আগে আমাদের সবাইকে সৎ হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সৎ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস। সৎ মানুষ ছাড়া দুর্নীতি নির্মূল কখনোই সম্ভব নয়।

দুর্নীতি, অসততা ও অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ জরুরি। আইনের প্রয়োগ যিনি করবেন, তিন যদি সৎ না হন আইন যথাযথ কার্যকরী হয় না। একটি গাড়ি যতই ভালো হোক, ড্রাইভার ভালো না হলে ওই গাড়ি যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না; বরং দুর্ঘটনায় মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। সুতরাং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সৎ মানুষ অপরিহার্য। এ জন্য সৎ মানুষ তৈরি করতে হবে। এর বিকল্পই নেই।

সৎ মানুষ তৈরির দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার। প্রথমত, এ কাজটি শুরু করতে হবে সমাজের একেবারে প্রাথমিক স্তর- পরিবার থেকেই। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা যাতে নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে, সে জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সৎ ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠনগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে করে সংগঠনের কর্মীরা সততা ও নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করে এবং সে হিসেবে গড়ে ওঠে। দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ওপর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠনগুলোর সরাসরি প্রভাব থাকে এবং এসব সংগঠনের নেতাদের চরিত্র ও কর্মসূচিতে নেতাকর্মীরা প্রভাবিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠনগুলোতে সততা এবং নৈতিকতার চর্চা করতে হবে। চতুর্থত, দেশের সাংস্কৃতিক মাধ্যমকে নৈতিকতার আলোকে সমৃদ্ধ করতে হবে। নাটক সিনেমা হচ্ছে সমাজের দর্পণ, সমাজকে পরিবর্তনের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। এমন নাটক ও সিনেমা তৈরি করতে হবে যাতে এসব নাটক ও সিনেমা দেখে মানুষের মধ্যে সততা এবং নৈতিকতা জেগে ওঠে।

আমরা যদি নিজেরা সৎ না হই এবং সৎ মানুষ তৈরি না করি, তাহলে শুধু আইন করে এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিয়ে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। এটি দুর্নীতিকে সাময়িকভাবে কমাবে মাত্র। প্রবাদ আছে, চৎবাবহঃরড়হ রং নবঃঃবৎ ঃযধহ পঁৎব. অর্থাৎ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। সমাজটাকে যদি দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই তাহলে সমাজে দুর্নীতির জীবাণু যাতে সংক্রমিত হতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তার পরও যদি কোনো মানুষ দুর্নীতি করে তাহলে তাকে আইনের মাধ্যমে শাস্তি দিতে হবে।

মহানবী সা: বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে চারিত্রিক গুণাবলির দিক দিয়ে উত্তম।' অতএব, আসুন আমরা সবাই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে উত্তম চরিত্রের মানুষ তৈরির জন্য কাজ শুরু করি।

লেখক : প্রকৌশলী ও উন্নয়ন গবেষক

বিএনপির বিপত্তি! সিপাহি বিদ্রোহ! সর্বনাশা নিয়তি!

গোলাম মাওলা রনি

বিএনপি যে কী একটা বিশ্রী বিপত্তির মধ্যে পড়েছে তা বলার আগে একটি মজার কাহিনি বলার লোভ সামলাতে পারছি না। ঘটনাটি ঘটেছিল বাংলাভিশন টিভির অফিসে আর বারটি ছিল বৃহস্পতিবার। ঘটনার রাতে আমি এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান খোশগল্প করছিলাম। ডামি নির্বাচনের পর শাজাহান ভাই অনেকটা হাস্যরস করে বললেন - একি করল রনি! আমি বললাম - গণ অভ্যুত্থান সন্নিকটে। তিনি বললেন - কীভাবে? আমি বললাম - এই ধরুন কোনো এক রাতে আপনি আমি টকশো করছি - রাস্তায় বের হওয়ার পথে দেখলাম অভ্যুত্থান হয়ে গেছে এবং সেটা হবে সামরিক অভ্যুত্থান। আর যদি গণ অভ্যুত্থান হয় তবে তা হবে দিনের আলোতে - দুপুরে খাওয়ার আয়োজন হবে - কিন্তু মুখে অন্ন তোলার আগেই পালাতে হবে।

শাজাহান খান পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। তিনি আমার কথা শুনে মুখ গম্ভীর করে ফেললেন, হয়তো কিছু বলতেন - কিন্তু এরই মধ্যে অন্য অতিথিরা চলে এলেন। ফলে তার সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। জানি না -শাজাহান খান এখন কোথায় আছেন - তিনি যদি আমার নিবন্ধটি পড়েন তবে নিশ্চয়ই সেই রাতের স্মৃতি মনে করে আবেগতাড়িত হবেন। আওয়ামী লীগের বর্তমান পরিণতি নিয়ে আমি সেই ২০১০ সাল থেকেই বহু কথা বলে আসছি, বহু নিবন্ধ লিখেছি। বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো খুঁজলে আমার অনেক নিবন্ধ পাওয়া যাবে, যেখানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পালানো এবং পরিণতি বোঝাতে ইরানের রেজা শাহ পাহলভির পরিণতির কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

আজকের শিরোনাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে ২০১৪ সালে কেন আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না কিনে নির্বাচন বর্জন করেছিলাম সেই কথাটি আবার উচ্চারণ করতে চাই। আমার মনে হয়েছিল - বিএনপি-জামায়াতের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি অর্থবহ নির্বাচন হতে পারে না - তার যদি কিছু হয় তবে তা মন্দ উদাহরণ তৈরি করতে এবং দেশ-জাতিকে ভয়ংকর পরিণতি ভোগ করতে হবে। আমার সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত কেউ সমর্থন করেনি - এমনকি বিএনপির বন্ধুরাও আফসোস করে বলতেন - আওয়ামী লীগ থাকলে আমি বড়সড় মন্ত্রী হতাম এবং তাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারতাম। গত প্রায় ১০ বছর নিকটজনদের সমালোচনা, বকাঝকা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবহেলা সহ্য করেছি, কিন্তু একটিবারের জন্য মনে হয়নি আমি ভুল করেছি। ফলে বিগত দিনগুলোতে আপন মনে কাজ করেছি এবং দিনশেষে হিসাব করে দেখেছি প্রতিদিনই আমার জন্য এই বাংলায় নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং বরাবরই আমার গতকালের চেয়ে আজকের দিনটি ভালো হয়েছে। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা চালাচ্ছি এবং অনেকের মতো উল্লসিত না হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছি। আন্দোলনের নায়ক এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে সাধ্যমতো পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। সেই বোধ থেকেই আজকের নিবন্ধের শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

আমাদের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় দিবসের মতোই ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনা বর্তমান জমানার বিজয়ীদের উল্লসিত করছে। কিন্তু একটি বিজয়কে ফলপ্রসূ করা এবং কেন বিজয় এলো - কীভাবে এলো এসব নিয়ে এখনই চিন্তা-ভাবনা না করে শুধু আনন্দ করলে বিজয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। আমাদের গণ অভ্যুত্থানটির প্রেক্ষাপট অনেকটা ফরাসি বিপ্লবের মতো। গত ১৫ বছর ধরে দেশের লাখ লাখ মানুষ আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল - কিন্তু রাজপথে কোনোমতেই পেরে উঠছিল না। অন্যদিকে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আওয়ামী লীগ যেভাবে দেশের রাজনৈতিক সংগঠন এবং নেতৃত্ব ধ্বংস করেছিল তার ফলে বিজয় অর্জন করার পরও আমরা সেই পরিণতি ভোগ করছি, ঠিক যেমনটি হয়েছিল বাস্তিল দুর্গের পতনের পর ফরাসি জনগণের ভাগ্যে।

যারা ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস জানেন - তারা নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, বিপ্লবের অল্প কয়েকদিন আগেও পুরো দেশ ছিল সুনসান। কোনো বিরোধ-বিপত্তি ছিল না - সবকিছু ছিল সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে। রাজপ্রাসাদের খরচ এবং সম্রাজ্ঞীর সীমাহীন বিলাসিতা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাজকোষের ছিল না। পুরো ফ্রান্সে সীমাহীন অর্থনৈতিক সংকটে নাস্তানাবুদ জনগণ রাজনৈতিক অধিকার ভুলে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মত্ত ছিল। ঠিক সেই সময়ে সরকার হঠাৎ রুটির দাম বাড়িয়ে দেয়। বিক্ষোভ করার মতো সাহসী পুরুষ তখন ফ্রান্সে ছিল না। ফলে মহিলারা রুটি তৈরির বেলুন বা ব্যালন হাতে রাস্তায় নামেন। পুলিশ, সেনাবাহিনী ঠাট্টা-মশকরা শুরু করে। সেখানে বাংলাদেশের কোটা বিক্ষোভের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের মতো উপমহাদেশের সিপাহি বিপ্লবের ইতিহাস এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আজকের বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিদের জানা জরুরি। ১৮৫৭ সালে সারা ভারতে ইংরেজ শাসন শান-শওকতের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছিল। জনগণ ভাবছিল - ইংরেজরা অজেয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অধীনে থাকতে হবে। বয়োবৃদ্ধ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইংরেজদের ভাতায় খেয়ে-পরে ভালোই ছিলেন। মির্জা গালিবের কবিতা শোনা এবং নিজে কবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা রচনার পাশাপাশি কিশোরী মেয়েদের বিয়ে করে ৮০ বছরের শরীরে যৌবন ফিরিয়ে আনার ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ইহ জাগতিক বা ভবলীলা সাঙ্গ করার মধ্যে চিন্তা-চেতনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন - আর ঠিক তখনই ঘটল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, এনফি নামক রাইফেলে যে বিশেষ ধরনের গুলি ব্যবহৃত হয় সেখানে শুয়োর ও গরুর চর্বির মিশ্রণ রয়েছে। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের ধর্ম নষ্ট করার জন্য খ্রিস্টান ইংরেজরা এই কুকর্ম করেছে। গুজবটি সব ক্যান্টনমেন্টে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশীয় সৈনিকরা বিদ্রোহ করেন। প্রথমদিকে সরকার বিষয়টি পাত্তা দেয়নি। কিন্তু সৈনিকরা তাদের বিদ্রোহে দেশীয় রাজা-বাদশাহ নবাব-বাহাদুরকে সংযুক্ত করে ফেলে এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করে দিল্লি অভিমুখে মার্চ শুরু করে।

সম্রাট বাহাদুর শাহ কিছুই জানতেন না। বিদ্রোহ সামাল দেওয়া -পক্ষ নেওয়া বা বিপক্ষে যাওয়ার মতো কোনো শক্তিই তার ছিল না। ওইদিকে অতিউৎসাহী রাজপরিবারের সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হঠাৎ আকবরের জমানার মতো করে ভাবসাব শুরু করে দেয় - দিল্লিতে শুরু হয় ব্যাপক লুটপাট। সারা দেশে ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরে যে তাণ্ডব চলে তাতে করে ইংরেজরা প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ পাচ্ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন উদ্ধত সিপাহিদের বাড়াবাড়ি, মুঘল রাজপরিবারের একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত, দেশীয় রাজাদের বিশৃঙ্খলার কারণে সারা দেশে এমন অরাজকতা শুরু হয় যার ফলে ইংরেজ বাহিনী সীমিত লোকবল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। সিপাহি বিদ্রোহের সেই দৃশ্যপট খুশবন্ত সিং তার দিল্লি উপন্যাসে এত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা যদি আপনি পড়তেন তবে ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের এই দিনগুলোতে আপনার করণীয় সম্পর্কে আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

আমরা আজকের আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছি। এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করলাম তার সঙ্গে বাংলাদেশের চলমান বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, চুরি-ডাকাতি, লুটপাট ইত্যাদির যদি তুলনা করেন তবে দেখবেন যে, কোনো কিছুর ওপরই কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। অপরাধীরা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে অপরাধকর্ম সংঘটন করছে তদ্রূপ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সমাজ এবং প্রশাসন যন্ত্র থাকা দরকার তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিএনপি বিরোধীরা বিএনপিকে দায়ী করছে আর বিএনপি প্রচার করছে ওগুলো সব আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মারা করছে বিএনপিকে কলুষিত করার জন্য।

আমাদের দেশে যে ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত হলো তা ৫ আগস্ট দুপুর ১২টা পর্যন্ত আমাদের মন-মস্তিষ্ক কল্পনাও করতে পারেনি। একটি অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর কী কী করণীয় তা যদি অভ্যুত্থানের নায়কদের মাথায় না থাকে তবে নিয়তির নির্মম পরিণতিতে অভ্যুত্থানের সফলতার ফলাফল উলটাতে যে বেশি দেরি লাগে না তা আমরা আরব বসন্তে মিসরের হোসনি মোবারকের পতন - মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষমতা লাভ এবং পালটা অভ্যুত্থানে বর্তমান প্রেসিডেন্ট সিসির ক্ষমতা লাভের কাহিনি জানি। অন্যদিকে ইরানের সফল বিপ্লবের পর পুরো পরিস্থিতি আন্দোলনকারীদের পক্ষে ছিল সেই কাহিনি বলেই আজকের নিবন্ধ শেষ করব।

পৃথিবীর সফল বিপ্লবগুলোর মধ্যে আমাদের দেশের ৫ আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে কেবল ইরানের বিপ্লবের অধিকতর মিল রয়েছে। রেজা শাহ পাহলভির বিরুদ্ধে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করছিলেন বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনকারীদের মতো করে অর্থাৎ সীমিত দাবি-দাওয়া নিয়ে। তারা কেউ রেজা শাহের পদত্যাগ চাননি - বা কেউ তখনো কল্পনা করতে পারেননি যে রেজা শাহের পতন সম্ভব। কিন্তু সরকারের বাড়াবাড়ির কারণে আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানের দিকে এগোতে থাকে।

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আহমাদিনেজাদ। যিনি পরবর্তীকালে দেশটির প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে সক্ষম হন যে - আমাদের দাবির জন্য গণ অভ্যুত্থান হচ্ছে না - আমরা এবং আমাদের দাবি উসিলা মাত্র। রেজা শাহের দুঃশাসন এবং ১৯৫০ সাল থেকে লাখ লাখ রাজনৈতিক নেতার আত্মত্যাগ-বলিদান, দেশি-বিদেশি প্রচার প্রপাগান্ডা ইত্যাদি হাজারটি কারণে মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও শরীরে গণ অভ্যুত্থানের ফুটন্ত লাভা টগবগ করে ফুটছিল - যা কয়েকদিনের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবে। এ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক সংগঠন দরকার।

বিক্ষোভরত ছাত্ররা প্যারিসে নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির সাহায্য প্রার্থনা করেন। কারণ একমাত্র খোমেনির ছিল পুরো ইরান নিয়ন্ত্রণ করার মতো রাজনৈতিক সংগঠন। তৎকালীন ইরানে খোমেনির চেয়েও জ্ঞানী-গুণী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তাদের কারোরই রাজনৈতিক যোগ্যতা, সংগঠন এবং দক্ষ ও অনুগত কর্মী ছিল না। ফলে ছাত্ররা সেদিন খোমেনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে যে প্রজ্ঞা ও মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। যার ফলে আধুনিক ইরান এখন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

আন্দোলন ও অন্তর্বর্তী সরকার

জিয়া আহমদ এনডিসি

গত ৫ আগস্ট, ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ ও দেশের আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণে সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন হলো। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই মাহেন্দ্রক্ষণে ঘরবাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে আসে অভাবিত এই সুসংবাদে, বিজয় উদযাপনে।

কিন্তু সমস্যা হলো, বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই আসে প্রতিবিপ্লব। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেটিই লক্ষ করা যাচ্ছে। সেনাছাউনি থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত চলছে এই চক্রান্ত। দেশের সেনাপ্রধান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের সাথে ইতোমধ্যেই স্বৈরশাসকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা রুখে দিয়েছেন বলে খবর পাচ্ছি। বাংলাদেশের অন্যতম নিকৃষ্ট খুনি মেজর জেনারেল জিয়াউলসহ কয়েকজনকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। প্রয়োজনে এ ধরনের অব্যাহতির ঘটনা আরো ঘটতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

সামরিক বাহিনী একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সেখানে শৃঙ্খলার বিচ্যুতি সহজেই শনাক্ত করা যায়। কিন্তু বেসামরিক প্রশাসনের বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবপর্যায়ের বড় অংশ স্বৈরশাসক হাসিনার কৃপা ও অনুগ্রহভাজন এবং এদের মধ্যে একটি অংশই সরকারি অর্থ আত্মসাতে হাসিনার সহযোগী। এদের শৃঙ্খলার ধারণা ভিন্ন এবং এদের আচরণের পরিবর্তন সহজে বুঝা যায় না। ফলে, এরা কখন কী ষড়যন্ত্র করে নবীন বিপ্লবকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করে ফেলে, তা আগে থেকে বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতারা ক্ষমতার লোভ দেখালেও সেটা ঠিক হবে না। ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পরও লক্ষ করেছি, কতিপয় ছাত্রনেতার অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি উদগ্র বাসনা এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের পরিণতিও দেখেছি।

বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে লক্ষ করছি কিছু মানুষ প্রচারণা চালাচ্ছেন যে, আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপি, জামায়াত বা জাতীয় পার্টিকে তারা ক্ষমতায় দেখতে চান না! ভালো কথা। আমরা কোনো নির্দিষ্ট দলকে ক্ষমতায় দেখতে না চাইতেই পারি, কিন্তু যে গণতন্ত্রহীনতাকে কেন্দ্র করে গত ১২-১৩ বছর ধরে এই দেশে আন্দোলন চলছে, শত শত মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছে, হাজার হাজার মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে, লাখ লাখ মানুষ লাখ লাখ মামলা নিয়ে পলাতক জীবন যাপন করেছে দীর্ঘ এই সময়, তাদের আত্মত্যাগ বিফলে যাবে?

আর মাত্র দেড় মাসের কোটাবিরোধী এই আন্দোলন দেশের কোটি মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে এনে শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে? বিষয়টিকে এত সহজীকরণ করা কি বালখিল্যতা হয়ে যাচ্ছে না?

আমার কাছে বিষয়টিকে সেই কুখ্যাত ওয়ান-ইলেভেন সরকারের গণধিকৃত মাইনাস-২ ফর্মুলার পুনঃবাস্তবায়নের প্রয়াস বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, গত ১৬ বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন হয়েছে, সেগুলো আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ মনে হলেও তার প্রভাব জনমানসে রয়ে গেছে এবং এই আপাত ব্যর্থ আন্দোলনগুলোর সম্মিলিত প্রভাব জনমানসে পরিবর্তনের আকাক্সক্ষাকে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এই ক্ষণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সরকার যখন কঠোর বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে, তখন পুরো জাতি তার বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। এর পরিপ্রক্ষিতেই সফল হয় ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের যারা ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, তারা তাদের মঙ্গলাকাক্সক্ষী নয়। তারা এই ছেলেদের বিপথে পরিচালিত করে দিতে চান, অতীতে যেমন সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরসহ আরো অনেককে তারা ধ্বংস করেছেন। এই মুহূর্তে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব দেশের প্রথিতযশা নির্লোভ মানুষদেরকে খুঁজে এনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের কাজে ফেরত যাওয়া এবং যত দ্রুত সম্ভব দেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। সে ক্ষেত্রে তাদের ‘ওয়াচ ডগের; ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। যদি ইচ্ছা করেন, তারা রাজনীতিতেও আসতে পারেন; তবে সে ক্ষেত্রে তাদের আমি অপেক্ষা করার পরামর্শ দেবো। কিন্তু এই সময়টিকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা না করাটাই সমীচীন হবে, কারণ এতে তাদের সব অর্জন ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ ন্নিতম সময়ে সীমাবদ্ধ রাখাটাও একটি চ্যালেঞ্জ। অনেকে এই ছাত্র ও অনভিজ্ঞ মানুষদের দীর্ঘদিন নামকাওয়াস্তে ক্ষমতায় রেখে তাদের গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে, যার দায় বর্তাবে অনভিজ্ঞ এই মানুষগুলোর উপরই। এই বিপ্লবী মানুষগুলোকে ‘হিরো থেকে জিরোতে’ টেনে নামাতে তারা খুব বেশি সময় নেবে না। ভুলে গেলে চলবে না, এই মুহূর্তে আমরা প্রায় শূন্য রিজার্ভ ও বিশাল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আছি, যা অবিলম্বে শোধ করতে হবে। ফলে, এই ক্রান্তিকালে মন্ত্রিত্ব যতটা না উপভোগের, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বের, যা একই সাথে বিপদসঙ্কুলও বটে।

সবশেষে আমি আবারো দেশবাসী ও ছাত্র-জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই দেশে কায়েমি স্বার্থবাদীরা (দেশী ও বিদেশী উভয়েই) কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষণ তৎপর। তারা গত ১৬ বছরে অবৈধ বা দেশের স্বার্থবিরোধী যা কিছু অর্জন করেছে, তার অধিকার তারা এত সহজে ছেড়ে দেবে না। তাদের অবৈধ অধিকার ও সম্পদ রক্ষায় তারা বিভেদের চাষ তো বটেই, প্রয়োজনে দেশের জনগণের আরো অনেক রক্ত ঝরাতেও তারা পিছপা হবে না। এসব দিক ভুলে গেলে আমরা আবার ২০ বা ৫০ বছর পিছিয়ে যাবো, যা কারোরই কাম্য নয়।

চাটুকার নিপাত যাক কানকথার মৃত্যু হোক

হোসেন আবদুল মান্নান

চাটুকারদের ফাঁদে পড়েছিল দেশ। যখন যিনি ক্ষমতায় এসেছেন পরিবেষ্টিত হয়েছেন চাটুকারদের দ্বারা। ওদের কথা লিখতে গেলেও মাথা ঝিমঝিম করত। কাজ করত ভয়। ভাষা ও ভাবনায় যেন আড়ষ্টতা জড়িয়ে থাকত। কী বলব, কী লিখলে কোথায় যায়, কীভাবে কার কাছে উপস্থাপন করা হয় বলা বড় মুশকিল। এর চেয়ে ঢের ভালো কিছু বললাম না, কিছু করলাম না, কিছু দেখলাম না। এতে আর কিছু না হোক, অন্তত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হয় না। একবার এক অতি দায়িত্বশীল সচিব বন্ধু বলেছিলেন, ‘শোন, এখানে দোষগুণ, ভালোমন্দ বলে কিছু নেই। কর্তার সামনে সময়মতো কোমল মসৃণ শব্দে উপস্থাপনাই সব। কাজেই তোমার ভাড়া করা দরকার একজন চৌকশ মেধাবী উপস্থাপক। যিনি প্রভুর খোশমেজাজকালে মেসেজটা পৌঁছাতে পারেন। অন্য কিছু ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।’

২. গত কয়েক বছর ধরে একটা বিষয় নিবিড় অভিনিবেশ নিয়ে লক্ষ্য করে এসেছি। তা হলো সারা দেশে একশ্রেণির চাটুকার, চামচা, ধান্দাবাজ ও মোসাহেবদের জয়জয়কার। প্রায় সব পেশায় এদের সরব উপস্থিতি, এদের তৈলাক্ত কথামালা এবং অতি উৎসাহী স্তাবকতা যে কোনো সচেতন মানুষের চোখে পড়ার মতো। দর্শকের সারিতে বসা মানুষগুলো হাসুক, কাঁদুক এতে এদের কিছু যায় আসে না। এটা সমাজের সর্বস্তরে একদম বিনা বাধায় বিস্তার লাভ করে চলেছে। এরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে থাকছে। এরা কেন্দ্র প্রান্তসহ সর্বত্রগামী। এদের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারছে না সৎ, নিবেদিতপ্রাণ, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও বিবেকবান মানুষগুলো। চাটুকারদের সর্বগ্রাসী কলাকৌশল আর দুর্নীতির নতুন টাকার দরদি বিনিয়োগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না অন্যরা। বরং ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময়ে এসে সমাজের ভালো মানুষগুলো হাল ছেড়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। একপর্যায়ে তাঁরা তাঁদের অতীতের গৌরবময় সমাজহিতৈষী কর্মযজ্ঞের জন্য অনুশোচনা করেন। এমনকি তাঁরা পরিবার এবং সমাজ থেকেও পরিহাস আর তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হয়। তখনই তাঁদের জীবন হয়ে উঠে যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বিষহ। চাটুকার দুর্বৃত্তরা তখন শেষ সুযোগ নিয়ে বলে, ওনি তো বহুদিন থেকে কোনো কাজকর্মের ভিতরে নেই। তাঁর অনেক বয়স হয়ে গেছে, শুনেছি তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। অ্যাকটিভ থাকতে পারছেন না। তাকে দিয়ে আমাদের এখনকার এসব কাজ আর হবে না। দুর্ভাগ্যজনক হলো, যাঁর কাছে এমন বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে তাঁর বয়স কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ সেই মানুষটির চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাঁর হাতে ক্ষমতা আছে বলে তিনি সব পারেন। তিনি সুস্থ সবল। আবার ক্ষমতা না থাকলে তিনিই বৃদ্ধ, অথর্ব।

৩. দেশে চামচাদের বিস্তার মাশরুম পর্যায়ে পৌঁছায়। এ বদ্বীপের এমন উর্বর সোনার মাটিতে এরা কোনোক্রমে দুটো মলিন পত্র নিয়ে অঙ্কুরিত হতে পারলেই চোখের পলকে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং রাতারাতি এদের পল্লব ছায়ার বেষ্টনী দশদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজে এদের রুখে দাঁড়ানোর আর কেউ নেই। এদের অব্যর্থ রণনীতির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে সাধারণ মানুষগুলো আজ অসহায় ও জিম্মি হয়ে আছে। প্রতিবাদের কোনো সুযোগ নেই, ভাষাও নেই। কেননা চাটুকাররা ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে নতুন নতুন কলাকৌশল আরোপ করে দিব্যি টিকে থাকে। বাইরে থেকে নতুন করে কেউ নেতা বা বাড়ির মালিকের কাছে পৌঁছার কোনো সুযোগ তারা রাখে না। তাছাড়া তারা এত অর্বাচীন নয় যে, বাইরের বাস্তব চিত্র বা সঠিক মেসেজ নেতার কান অবধি পৌঁছতে দেবে। নেতাকে দুশ্চিন্তাহীন রাখাই ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য। নেতা ভালো তো তারা ভালো। এক্ষেত্রে তারা ভাগ দিতে একেবারেই নারাজ। তাছাড়া যুগ-যুগান্তরব্যাপী তারাই যে নেতাকে আগলে রাখবে। তাঁর ভালোমন্দের দেখভাল করা, তাঁর হাসি-কান্নার সঙ্গে, তাঁর বচনের সঙ্গে, রুচির সঙ্গে আয়-রোজগারের সঙ্গে তারাই তো সম্পূর্ণরূপে পরিচিত। অন্য কেউ নয়। এখানে বাইরের কাউকে আনা নিরাপদ নয়। এদের ছাড়া নেতার যে এক দিনও চলে না। এরা থাকলেই নেতার চারপাশটা সদানন্দ, আমেজে ফকফকা, সুন্দর।

৪. আমাদের দেশের নেতারা প্রায় সব কানকথার রাজা। তাঁরা কানকথায় সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন, মুহূর্তে প্রাণিত হয়ে ওঠেন, এতে কখনো মুগ্ধ হন, কখনো ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে প্রায় সব সময় প্রথম পার্টির জয় হয়। আগে গিয়ে নেতাকে বলতে পারলেই দারুণ সফলতা। এতে সত্য-মিথ্যার বালাই নেই। যাচাই করার অবকাশ কোথায়? তাৎক্ষণিক অ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। অনেকটা ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ নীতির মতো।

৫. আমি একজন উচ্চশিক্ষিত সাবেক সংসদ সদস্যকে কাছ থেকে জানি, তাঁর সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের মেয়াদকালের তিন মাসও গ্রামের নিরীহ শিক্ষিত, সাধারণ মানুষ তাঁর ধারেকাছেও প্রবেশাধিকার পায়নি। তিনি থাকেন নবিশ দুর্বৃত্তায়নের এক কৃত্রিম পরিবেষ্টনের ভিতরে। দুর্ভাগ্য, শুরুতেই তাঁকে কতিপয় সমাজবিধ্বংসী, কম শিক্ষিত, চাঁদাবাজ ও মাদকাসক্ত ঘিরে ফেলে। তিনি আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। তাঁকে চক্রাকারে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী চাটুকাররা অক্টোপাসের মতো জালে আটকে রাখে। তাঁকে প্রতিদিনকার নিত্যনতুন চিত্রনাট্যে সাজানো নাটকের মাধ্যমে নির্বাক মুগ্ধ শ্রোতা করে তোলে। তারা তাঁকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর বাইরে তাকাতে দেয়নি। দিনের শেষে তাঁর নিয়তিতে যা হওয়ার তা-ই হলো। তিনি হলেন সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন, ধিকৃত, অনাদৃত এবং একা। সাধারণ মানুষ হলেন চরমভাবে হতাশ। তাঁর নিরাপদ ছত্রছায়ায় অনবরত দুষ্কর্ম করে অবশেষে তারাও অন্য ঘাটে তরি বাঁধল। নিজের অজান্তেই তিনি তৈরি করে গেলেন কতগুলো ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব। তিনি এখন হয়তো অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর হাতে সে সময় নেই।

৬. চাটুকারিতার জন্য কোনো বড় যোগ্যতা লাগে না, খুব বেশি মেধারও প্রয়োজন পড়ে না। এদের কাছে দেশ, জাতি, মানুষ, দলমত, আদর্শ, নৈতিকতা কিছুরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এদের মুখের ভাষা ও ব্যবহার প্রায় কাছাকাছি। এরা সব সময় নিরাপদ ও অজাতশত্রু। এদের কাজ সব সময় ক্ষমতার সঙ্গে বসবাস করা। ক্ষমতার স্বাদ না পেলে এরা বাঁচে না। নেতার ইমেজ, সুনাম, সুখ্যাতি তাঁর পরিবার, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এরা কেবল নিজেরা বেঁচে থাকতে চায়। চাটুকাররা একসময় তার নিজের নেতার কবর নিজের হাতে রচনা করে। কাজেই সময় এসে গেছে, চারপাশের চামচা ও চাটার দলের কথায় কান না দিয়ে মানুষের কথা সরাসরি শুনুন। মানুষের পাশে দাঁড়ান, তাদের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দটা শুনুন। সব পেশার দালাল, সদাহাস্যোজ্জ্বল, ত্রস্তব্যস্ত চাটুকার, বিনয়ের অবতার দুর্নীতিবাজ ও দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করুন, এদের পরিহার করুন। কানকথার মৃত্যু হোক। লেখক : গল্পকার

হত্যা মামলা

করা হয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় রাজধানীর মোহাম্মদপুর বসিলা এলাকায় পুলিশের গুলিতে মুদি দোকানি আবু সায়েদের মৃত্যুর ঘটনায় এ মামলা হয়।

মামলায় অন্য আসামিরা হলেন-সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত কমিশনার মো. হারুন অর রশীদ (ডিবি হারুন) ও যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার।

সরকারি চাকরির কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলন আগস্টের শুরুতে সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়। জেলায় জেলায় সহিংসতায় মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কয়েকশ মানুষ প্রাণ হারায়। ৫ আগস্ট আন্দোলনকারীদের ঢাকামুখী লংমার্চের মধ্যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং পালিয়ে ভারতে চলে যান। এরপর তার বিরুদ্ধে এটাই প্রথম মামলা দায়ের।

মামলার বাদী ঢাকার আদাবর এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী এসএম আমীর হামজা শাতিল। তিনি সচেতন নাগরিক হিসাবে একজন নিরীহ নাগরিক হত্যার বিচার চেয়ে এ মামলা করেছেন।

মামলার শুনানি শেষে আদালত শেখ হাসিনাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা এজাহার হিসাবে গ্রহণ করতে মোহাম্মদপুর থানাকে নির্দেশ দেন।

মামলার আবেদনে বাদী উল্লেখ করেন, গত ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে বিকাল ৪টার দিকে মোহাম্মদপুর থানাধীন বসিলায় ৪০ ফিট চৌরাস্তায় মুদি দোকানি আবু সায়েদ নিহত হন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন চলাকালে শক্ত হাতে দমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পুলিশকে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করার নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে মামলার বাদী এসএম আমীর হামজা বলেন, ভিকটিম আবু সায়েদ একজন নিরীহ মানুষ। তিনি রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় পুলিশের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। পুলিশের গুলিতে গরিব আবু সায়েদের মৃত্যুতে কোনো মামলা হয়নি। আবু সায়েদের পরিবার অত্যন্ত গরিব। তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারছেন না।

এ কারণে সচেতন নাগরিক হিসাবে আবু সায়েদ হত্যার বিচার চেয়ে আদালতে মামলা করেছি। আশা করছি ন্যায়বিচার পাব। তিনি আরও বলেন, মামলা করার পর আমাকে ফ্রান্স থেকে এক ব্যক্তি হত্যার হুমকি দিয়েছেন। আমাকে ফোন দিয়ে বলেন, 'আমি কার বিরুদ্ধে মামলা করছি তার কনসিকুয়েন্স জানি কিনা। আমাকে জানে মেরে ফেলবে।' তবে আমি এসব ভয় পাই না। পরবর্তী সময়ে যদি কোনো হুমকি আসে তাহলে আমি আইনের আশ্রয় নেব।

মামলার এজাহারে আসামিদের বিরুদ্ধে বলা হয়, ১নং আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন চলাকালে শক্ত হাতে দমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ২নং আসামি ওবায়দুল কাদের বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে আন্দোলন দমনের নির্দেশ দিয়েছেন। ৩নং আসামি সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ৪নং আসামি হারুন অর রশীদ এবং ৬নং আসামি বিপ্লব কুমার ও ৭নং আসামি হাবিবুর রহমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমাতে তাদের অধীনস্থ পুলিশ সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া ৫নং আসামি আসাদুজ্জামান কামাল পুলিশকে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করার নির্দেশ দেন।

অন্যান্য অজ্ঞাতনামা পুলিশ কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। বাদী তার অভিযোগে আরও বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার নিরীহ ছাত্র-জনতাকে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে হত্যা করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া আবশ্যক। আবু সায়েদ হত্যার তদন্ত হলে অজ্ঞাতনামা আরও তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পুলিশের সদস্যদের নাম উঠে আসবে।

এ বিষয়ে মামলার বাদীর আইনজীবী আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আবু সায়েদকে হত্যার ঘটনায় একটি মামলা করেছি। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। আদালত মামলাটি মোহাম্মদপুর থানাকে এজাহার হিসাবে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আশাকরি আমরা এই মামলায় ন্যায়বিচার পাব।

শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৪ জন আসামী

দ্বিতীয় মামলা : এদিকে রাজধানীর কাফরুল থানাধীন ঢাকা মডেল ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফয়জুল ইসলাম রাজনকে (১৮) গুলি করে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বুধবার (১৪ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আহম্মেদ হুমায়ুন কবিরের আদালতে মামলার আবেদন করেন নিহত রাজনের ভাই রাজিব (৩২)। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে কাফরুল থানাকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আসামিরা হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতু ও যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত, সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য মইনুল হোসেন খান নিখিল, ঢাকা উত্তরের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মান্নান কচি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজি মেজবাউল হক সাচ্ছু, সাবেক সংসদ সদস্য কামাল আহম্মেদ মজুমদার, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত আইজিপি ও র‌্যাবের সাবেক মহাপরিচালক হারুন অর রশিদ, সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিবির সাবেক প্রধান হারুন আর রশিদ, সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, স্থানীয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন, উত্তর সিটি করপোরেশনে কাউন্সিলর জামাল মোস্তফা, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদ ওয়ালী আসিফ ইনান, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগ নেতা সালামত উল্লাহ সাগর, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সদস্য দীপংকর বাছার দীপ্ত।

এ ছাড়াও আওয়ামী লীগের আরো পাঁচ থেকে ছয় শ' নেতাকর্মীকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঘিরে ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেগুলোর জন্য নির্দেশদাতা হিসেবে পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হতে পারে। বুধবার (১৪ আগস্ট) সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

আসিফ নজরুল জানান, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

তিনি বলেন, গত ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করা হবে। তিনি বলেন, গণহত্যা ও গুলিবর্ষণ, এসব ঘটনার জন্য কিছু মামলা হয়েছে। রাজপথে থাকা বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রশ্ন করেছে, এটাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিচার করার সুযোগ আছে কিনা। তারা সেটি খতিয়ে দেখেছেন। তাতে তারা দেখেছেন, এই আইনের অধীনে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা, যারা আদেশ দিয়েছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব।

আইন উপদেষ্টা বলেন, সাবেক সরকারের সরকারপ্রধানসহ অন্য যারা জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে, যাদের আদেশ-নির্দেশ থাকার অভিযোগ রয়েছে, আমরা পত্রপত্রিকায় কিছু মন্ত্রীর নাম দেখেছি। আমরা এখানে কোনো ছাড় দেব না। আমরা বিদায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যদেরও যদি কমান্ড রেসপনসিবিলিটি থাকে, আমরা সেটা পর্যন্ত খতিয়ে দেখব।

শেখ হাসিনা যেন ভারতে বসে বিবৃতি না দেন

পালিয়ে গিয়ে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে বসে যেন বিবৃতি না দেন- বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে এ কথা জানিয়েছেন অন্তবর্তীকালিন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন।

বুধবার (১৪ আগস্ট) বিকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ভারত ও সৌদি আরবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

ভারতে বসে শেখ হাসিনা বিবৃতি দিলে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষতি হবে বলে ভারতীয় হাইকমিশনারকে জানানোর বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "আমি বলেছি এটা সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে না। এটা আমি তাকে বলেছি। কারণ সরকারের অবস্থান এটাই। এটা নিয়ে তিনি (হাইকমিশনার) কিছু বলেননি, তিনি বলতে পারেনও না। এটা (ভারতের) সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তিনি সেটি তার দেশকে জানাতে পারেন।"

তিনি বলেন, "এই আলোচনার প্রেক্ষাপটটা হলো বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের সরকারের জন্য স্বস্তিকর হচ্ছে না। আমরা চাই তিনি ভারতে বসে যেন এটা না করেন।"

১০ দিনের রিমাণ্ডে সালমান

দরবেশ গা ঢাকা দেন। এক পর্যায়ে সফেদ দাড়ি ছেঁটে ফেলে টি-শার্ট আর লুঙ্গি পরে চোরের বেশে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নৌপথে দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষা হলো না। গোয়েন্দার জালে আটকা পড়লেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। গ্রেফতার হলেন তার সঙ্গে থাকা ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও।

মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের একটি দল।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোঃ মাইনুল হাসান বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে নৌপথে পালানোর সময় ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের নিউমার্কেট থানায় করা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে ঢাকা কলেজের সামনে সংঘর্ষে এক ছাত্র এবং এক হকার নিহত হন। পরে এ ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। এই হত্যার ঘটনায় ইন্ধনদাতা হিসাবে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে গ্রেফতার দেখানো হয়।

'দুর্নীতির গডফাদার' দরবেশ-খ্যাত সালমান এফ রহমান

'দুর্নীতির গডফাদার' সালমান এফ রহমান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ও বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে সালমান এফ রহমান ঢাকা-১ আসনে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ-সদস্য হন।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় জাতীয় নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম সালমান এফ রহমান। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে ঢাকা-১ আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের ওপর রাতের অন্ধকারে হামলা থেকে শুরু করে ভোট ডাকাতি পর্যন্ত সবকিছু করিয়েছেন তার বাহিনী দিয়ে। ভোটের দিন অন্য প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে তার লোকজন।

কেন্দ্র দখল করে জালভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করেছে তার পেটুয়া বাহিনী। দুর্নীতির এই গডফাদার ভোটে ব্যাপক কারচুপি, সন্ত্রাস, সাংবাদিকদের ওপর হামলাসহ বহুবিধ নারকীয় কর্মকাণ্ড চালান। তিনি এবং তার লোকজন ভোটের মাঠে কাউকে টিকতে দেননি। ভোট ছিনতাই করে পরপর দুদফায় এই আসন থেকে নির্বাচিত হন সালমান রহমান।

এভাবে ভোট করে আসার পরও তাকে বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তার বিরুদ্ধে গত ১৫ বছরে আর্থিক খাতে নজিরবিহীন দুর্নীতি, লুটপাট, জালিয়াতি ও টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। এর মধ্যে একটি ব্যাংক থেকেই নিয়েছেন ২২ হাজার কোটি টাকা। রপ্তানি করে দেশে টাকা না আনার অভিযোগও রয়েছে গ্রুপটির বিরুদ্ধে। গত ৩১ বছরে শেয়ারবাজারে এমন কোনো বড় কেলেঙ্কারি হয়নি যার সঙ্গে সালমান এফ রহমানের সম্পৃক্ততা নেই। তিনি গত ৩ বছরে দৃশ্যমানভাবেই বাজার থেকে ৬৬০০ কোটি টাকা নিয়েছেন। অদৃশ্যসহ ২০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন সালমান।

তাছাড়া, আইনজীবী আনিসুল হক ২০১৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা) থেকে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওইবারই তাকে আইনমন্ত্রী করা হয়। এরপর থেকে তিনি আইনমন্ত্রীর পদে ছিলেন।

আনিসুল ও সালমান ১০ দিনের রিমান্ডে

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষে এক হকারের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের হওয়া হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি নিয়ে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত বুধবার সন্ধ্যার পর তাদের এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

তাদের দুজনকে কড়া নিরাপত্তায় বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিচার চেয়ে ঢাকার সিএমএম আদালত

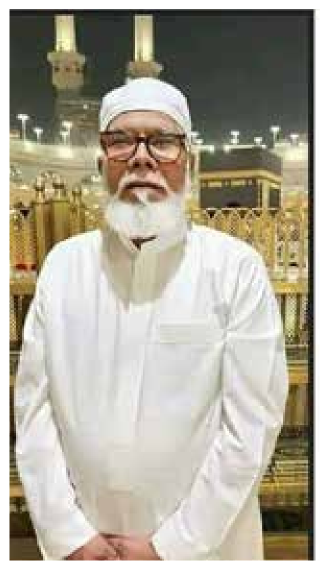

চত্বরে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা মিছিল করেন। আদালতে সেনা ও বিজিবি সদস্যরা অবস্থান নেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে গত ১৬ জুলাই ঢাকা কলেজের সামনে সংঘর্ষে দুজন নিহত হন। তাদের একজন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী সবুজ আলী (২৬) এবং অন্যজন হকার মোঃ শাহজাহান (২৬)।

এ ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। এর মধ্যে শাহজাহান হত্যার ঘটনায় ইন্ধনদাতা হিসেবে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাদের গ্রেফতারের তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ।

উল্লেখ্য, আদালতে শুনানীকালে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোনো আইনজীবী পাওয়া যায়নি।

আদালত প্রাঙ্গনে ডিম ও জুতা নিক্ষেপ

সালমান এফ রহমান এবং আনিসুল হকের বহনকারী গাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা ডিম ও জুতা ছুড়ে মেরেছে বলে জানা গেছে। বুধবার দুপুরে সালমান এফ রহমান এবং আনিসুল হককে সিএমএম কোর্টে হাজির করার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে বিকেলে তাদের সেখানে নেয়া হয় বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তাদের আদালতের হাজতখানায় নেয়া হয়। সেখানে দুপুর থেকেই বিক্ষোভ করছে আইনজীবীরা। এ সময় তাদের সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শোনা যায়। শত শত আইনজীবীকে জুতা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। অনেকের হাতেই ডিম দেখা যায় ওই সময়।

পুলিশের ইউনিফর্ম-লোগো পরিবর্তনের জন্য কমিটি

আওয়ামী লীগের নৌকা খচিত মনোগ্রাম

ঢাকা ডেস্ক, ১৬ আগস্ট : বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিফর্ম ও লোগো পরিবর্তনের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত সোমবার এই কমিটি গঠন করা হয়। পুলিশ সদর দপ্তরের হেলথ, ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড পেনশন শাখার এক স্মারক থেকে এ তথ্য জানা যায়।

স্মারকে বলা হয়, ১০ সদস্যের কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আতাউল কিবরিয়া। তিনি পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি-লজিস্টিকস)। সদস্যসচিব মো. নুরুজ্জামান। তিনি পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত সুপার (লজিস্টিকস)।

স্মারকে বলা হয়, ১১ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে একটি মতবিনিময় সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ পুলিশের পোশাকের রং পরিবর্তন ও নতুন লোগোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকে পুলিশের সব ইউনিটের বিদ্যমান ইউনিফর্ম ও লোগো পরিবর্তনের বিষয়ে একটি প্রস্তাব তৈরির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুলিশের মনোগ্রামে ২০১০ সালের পুর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা ছিলো। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর এক অধ্যাদেশ পাস করে শাপলা ফুলের পরিবর্তে নৌকা সংযোজন করে। ২০১০ সালে জানুয়ারি মাসে পুলিশ সপ্তাহে নৌকা প্রতীক খচিত মনোগ্রাম পরিধান করেই কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে পুলিশ। এর মধ্য দিয়ে নৌকা মনোগ্রাম খচিত ইউনিফর্মের ব্যবহার শুরু হয়।

নতুন বিতর্কে টিউলিপ

পাঁচ বেডের বিলাসবহুল বাসা ভাড়ার তথ্যও লুকিয়েছেন তিনি।

ডেইলি মেইলের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ব্যবসায়ী করিমকে কত ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, তা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন টিউলিপ। ওই ব্যবসায়ী টিউলিপকে তাঁর বাড়িতে বসবাসের অনুমতি দিয়ে লাভবান হয়েছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। কারণ, গত দুই বছরে টিউলিপ তাঁর পারিবারিক বাড়ি ভাড়া দিয়ে হাজার হাজার পাউন্ড আয় করেছেন।

যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী, যদি কোনো এমপি কম ভাড়া দিয়ে কোনো আবাসনে বসবাস করেন, তাহলে তা সরকারকে অবহিত করা বাধ্যতামূলক। তা না হলে বৃটেনের আইনে এটি একটি বড় অন্যায় হিসেবে দেখা হয়। রিফর্ম দলের চেয়ারম্যান নাইজেল ফারাজ লেবার সরকারের মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের এই কার্যক্রমকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।

নাইজেল ফারাজ বলেন, সরকারের একজন মন্ত্রী যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করেন এবং ভাড়া কম বা ভাড়া প্রদান না করে ঘরে অবস্থান করেন, তাহলে সেটি বড় অন্যায়। আবদুল করিম নামের ব্যবসায়ী এর বিনিময়ে লেবার পার্টির মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে পারেন। লেবার পার্টি এমন লোককে মন্ত্রী বানিয়েছে। কারণ, এই দল গোলমেলে কাজ করতে পছন্দ করে।

আবদুল করিম নাজিম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুক্তরাজ্য শাখার একজন সদস্য। এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শামসুদ্দিন খানের ভাগিনা। যুক্তরাজ্যে টিউলিপের নির্বাচনে তাঁর খালার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখার নেতা-কর্মীদের কাজ করা নিয়ে আগে থেকেই বিতর্ক রয়েছে। ৫ আগস্ট ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে পতন হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের। পদত্যাগী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে পালিয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রের খবর, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

গণহত্যার বিচারসহ ১০

করে বাংলাদেশে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে বলেও এবি পার্টির নেতৃবৃন্দরা আশা প্রকাশ করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট আইনজীবী নুরুল গাফফার। এবি পার্টি যুক্তরাজ্য শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য আহবায়ক হারুনুর রশীদ, যুগ্ম আহবায়ক ব্যারিস্টার খান আযম, যুগ্ম আহবায়ক আবদুল মুমিত যুরু, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আইনজীবী মুনসাত চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জুলাই ও আগস্টের প্রথম সপ্তাহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করেছে। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও হাসিনা সরকারের দলীয় সন্ত্রাসীরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে চার বছর বয়সী শিশুসহ সহস্রাধিক ছাত্র-জনতার রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছে। ছাত্র-জনতা চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে এবং তিনি দেশকে এক ভয়াবহ সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘোষনা দিয়ে নৃশংসভাবে এতোবেশি সাধারণ ছাত্র-জনতাকে হত্যা করার কোনো অতীত নজির নেই। অনেক ছাত্র ও সাধারণ মানুষের অঙ্গহানি তথা চোখ, কান, হাত, পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, বিকলাঙ্গ হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে নিহতদের প্রায় ৮৭% লোক কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বহন করে না, অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমরা মনে করি বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মদদে, রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সহযোগী বাহিনী কর্তৃক এই হত্যাযজ্ঞ মানবতা বিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারযোগ্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সমূহ যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এশিয়ান হিউমান রাইটস কমিশন এবং জাতিসংঘ ইতোমধ্যে এই অপরাধ সংগঠিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও প্রমান পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্তবর্কীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নিকট ১০ দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হচ্ছে- ১) দেশ গঠনের মহা চ্যালেঞ্জ এখন ছাত্র-জনতার কাঁধে; এই চ্যালেঞ্জে ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে আসুন একযোগে কাজ করতে হবে। ২) ছাত্র-জনতার অসীম আত্মত্যাগ ও রক্তদানে যে বিজয়; তা ধরে রাখতে হবে। না পারলে শহীদেরা আমাদের ক্ষমা করবেনা। ব্যর্থতার জন্য অদূর ভবিষ্যতে শাসকদের পরিণতিও হতে পারে আওয়ামীলীগের অনুরূপ হবে। ৩) ভারতীয় বিশেষ কিছু গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক পক্ষ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টির অপচেষ্টা যে বন্ধুত্বের লক্ষণ নয় তা ভারত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিতে হবে। ৪) মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানসহ সকল ধর্মের আমরা সবাই বাংলাদেশী-বাঙালী। কেউ সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু নই। এখানে কোনো বৈষম্য বা পৃথক স্বত্ত্বাগত বিভাজনের সুযোগ নেই। জীবন দিয়ে হলেও আমাদের সবাইকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন রক্ষা করতে হবে। সকল ধর্মের অনুসারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। একটি নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে সকল ধরনের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত ও এর সাথে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। ৫) শেখ হাসিনা ও তার দোসররেরা অবৈধ ক্ষমতার গদি টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নৃশংসতা চালিয়েছে অবিলম্বে জাতিসংঘের অধীনে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। ৬) গণঅভ্যুত্থানের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পুরো দায় শেখ হাসিনা ও তার আগ্রাসী খুনী-দোসরদের। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর যে কোনো প্রতিহিংসামূলক কর্মকান্ডের দায় বর্তমান সরকার ও আন্দোলনকারী সকল পক্ষের উপর বর্তাবে। তাই, অবিলম্বে সরকার ও ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সর্বাত্মক জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ৭) পদস্থ যে কোন কাউকে অপসারণ বা তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মূলনীতি হতে হবে তার দ্বারা কৃত অপরাধ ও অন্যায়, অন্যায়মূলক ভূমিকা। পক্ষান্তরে নতুন যে কোন নিয়োগ বা পদায়নের ভিত্তি হতে হবে মেধা, দক্ষতা, সততা, পূর্ববর্তী অবৈধ সরকার দ্বারা বঞ্চিত ও অবহেলিত হওয়া এবং বিগত গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তার অবদান ও ভূমিকা। ৮) বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনসহ ভঙ্গুর ও বিধ্বস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীন ও জনবান্ধব প্রাশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ। নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তণ এনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ৯) গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পক্ষ এবং উন্নয়ণ সহযোগিদের প্রতি আহ্বান বাংলাদেশের ছাত্র-গণ অভ্যুত্থানকে সফল করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিন। ১০) দ্রব্যমূল্য কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা, সকল পর্যায়ের কল-কারখানা সচল রাখা, ব্যবসা বানিজ্যে গতি সঞ্চালনসহ দেশের অর্থনীতিতে নতুন করে সংস্কার ও উদ্যম ফিরিয়ে আনতে সকলের সমন্বিত প্রয়াস জোরদার করতে হবে।

লন্ডনে ১১ বছরের মেয়ে

তদন্তের এই পর্যায়ে আমাদের মনে হচ্ছে না, সন্দেহভাজন ও আহতরা পরস্পরের পরিচিত।

কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের সাউথপোর্ট শহরে একটি নাচের কর্মশালায় ছুরি হামলায় তিন শিশু নিহত ও নয় শিশু আহত হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে ১৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ হামলার গ্রেপ্তার সন্দেহভাজন কিশোর এক্সেল মুগানওয়া রুডাকুবানা 'মুসলিম শরণার্থী', অনলাইনে এমন একটি গুজব ছড়ানোর পর যুক্তরাজ্যজুড়ে শহর ও নগরগুলোতে মুসলিম ও অভিবাসী-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয় যা বেশ কয়েক দিন ধরে চলে। তারপর থেকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী উচ্চ সতর্কাবস্থায় আছে। সূত্র: বিডিনিউজ

যুক্তরাজ্যে দাঙ্গায় ৭৭৯

দাঙ্গার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার (১০ আগস্ট) হাজার হাজার বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভকারী বিভিন্ন শহরে সমাবেশ করেছে। বেলফাস্ট, বার্মিংহাম, কার্ডিফ, গ্লাসগো এবং লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছে। নরউইচ, পেনজান্স, সাউদাম্পটন, শ্রুসবারি, কার্লাইল, হেস্টিংস, কেমব্রিজ এবং ডেভনে গতকাল জড়ো হয়েছিল শত শত বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভকারী।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার দাঙ্গার বিষয়ে সরকারের জোরালো প্রতিক্রিয়া জানাতে তার পারিবারিক গ্রীষ্মকালীন ছুটি পিছিয়ে দিয়েছেন।

বিক্ষোভের আয়োজক ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট রেসিজম বলেছে যে, এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে-সাম্প্রতিক সময়ে বর্ণবাদী সহিংসতার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখানো। সংগঠনটির চেয়ার ফিওনা ডোরান বলেছেন, আমরা কোনো বর্ণবাদী শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করব না যারা আমাদের বিভক্ত করতে চায়। খবর বিবিসি

টিউলিপের প্রোপার্টির আয় নিয়ে তদন্ত সম্পন্ন, পেলেন অব্যাহতি

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সেক্রেটারি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে সম্পত্তিজনিত আয় নিয়ে আনীত তদন্ত সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন পার্লামেন্টারি কমিশনার। লন্ডনে অবস্থিত একটি রেন্টাল প্রপার্টির আয়ের তথ্য তিনি জমা দেননি, এমন অভিযোগকে ঘিরে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ জুলাই টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি করা হয়। পার্লামেন্টারি কমিশনার ড্যানিয়েল গ্রিনবার্গ জানান, টিউলিপকে তদন্ত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। টিউলিপ তার আয়ের হিসাব উল্লেখ করতে দেরি হওয়ার পেছনে যে কারণ দেখিয়েছেন, সেটি গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনার আরও বলেন, হ্যাম্পস্টেডের এমপি টিউলিপ তার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

টিউলিপের দল লেবার পার্টির একজন মুখপাত্র জানান, টিউলিপ দেরিতে আয়ের তথ্য জমা দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার ভুলটি অনিচ্ছাকৃত উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, পার্লামেন্টারি কমিশনার টিউলিপের বিরুদ্ধে তদন্ত বাতিল করেছেন ও তাকে ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নাতনি ও লেবার পার্টি এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে ব্রিটেনের সম্ভাবনাময় রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। নির্বাচনে তিনি লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড এন্ড হাইগেইটে কনজারভেটিভ পার্টি ডন উইলিয়ামসের বিপক্ষে দাঁড়ান। ফলাফল ঘোষণা শেষে তিনি প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়ে বিজয় লাভ করেন। সূত্র : বিবিসি

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

নতুন বিতর্কে টিউলিপ

শেখ হাসিনার আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সুবিধা আদায়

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : চলতি বছরের জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের নগরমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না টিউলিপ সিদ্দিকের। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে সম্পত্তিজনিত আয় নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। এবার খালা শেখ হাসিনার অনুচরের সুবিধা নিয়ে নতুন করে খবরের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। গত ৯ আগস্ট শুক্রবার এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, নিজের ফ্লাট ভাড়া দিয়ে তাঁর খালা বাংলাদেশের ক্ষমাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্টজন বিয়ানী বাজারের আবদুল করিম নাজিমের দুই মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের বিলাসবহুল বাসায় বর্তমানে অবস্থান করছেন টিউলিপ। এই সম্পত্তি টিউলিপ সিদ্দিকের নিজের কেনা বাড়ির অদূরেই অবস্থিত।

ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে জানা যায়, শেখ হাসিনা আবদুল করিম নামের এই ব্রিটিশ বাংলাদেশিকে বিশেষ মর্যাদায় সিআইপি উপাধি দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান পদটিও পেতে সাহায্য করেছিলেন। অভিজ্ঞতা না থাকলেও হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় করিম ব্যাংকটিতে এমন অবস্থান পান। আর খালা শেখ হাসিনার বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট এই ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা আদায় করেছেন টিউলিপ। ওই -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

এবি পার্টির সংবাদ সম্মেলন

গণহত্যার বিচারসহ ১০ দফা দাবি

দেশ ডেস্ক, ১৬ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রতিক গণহত্যার বিচার ও রাষ্ট্রসংস্কারসহ ১০ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে আমার বাংলাদেশ (এবি পার্টি) যুক্তরাজ্য শাখা। গত ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবিগুলো তুলে ধরা হয়। একই সাথে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

পুলিশের ইউনিফর্ম-লোগো পরিবর্তনের জন্য কমিটি

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk